জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglad igital /jago_bangla www.jagobangla.in

হাইকোর্টে কলেজ

রাজ্যের তুঘলকি সিদ্ধান্তে থমকে ২০৫টি বিএড কলেজে নতুন ভর্তি। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল ৫৭টি কলেজ। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে



ভাইফোঁটায় বৃষ্টি

শীত শুরুর আগে একদফা বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে রাজ্য। বুধবার থেকে আবহাওয়ার বদল। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ৮ জেলায় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি। বৃষ্টি কমলে পারদ নামবে

টালা ট্যাঙ্কের পাইপ ফেটে বিপত্তি, জলমগ্ন এলাকা



চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু শিশুর, বিক্ষোভ হাসপাতালে



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৫৬ • ১০ নভেম্বর, ২০২৬ • ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 156 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 10 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নেত্রীর বাড়ির পুজোয় এবার রেকর্ড ভিড়



প্রতিবেদন : দীপান্বিতা অমাবস্যা উপলক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসভবনে রবিবার ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো হয়। দীর্ঘ বহু বছর ধরে নিয়ম-নিষ্ঠা ও পরম্পরা মেনে তাঁর বাড়িতে এই পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। নেত্রীর বাড়ির এই কালীপুজো শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। এ-বছর ৪৯ বছরে পা দিল এই পুজো। প্রতি বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখে কালীপুজোর সন্ধ্যায় সকলের জন্য উন্মুক্ত রইল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন। আড়ম্বর ও অপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তার কড়াকড়ি এড়িয়ে সহজ-সরল পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হল এই ঐতিহ্যবাহী পুজো। কালী মায়ের আরাধনা করেছেন নেত্রী। চিরপরিচিত আটপৌরে শাড়িতে কখনও পুজোর আয়োজন সামলেছেন, কখনও অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় তাঁর নিজের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পুজোর শুরু থেকেই উৎসবের চেনা মেজাজ বজায় ছিল নেত্রীর বাসভবনে। নিজের হাতে নিষ্ঠাভরে মায়ের ভোগ রান্না করেন তিনি। সন্ধ্যা গড়াতেই পুজো দিতে একে একে উপস্থিত হন তৃণমূলের প্রবীণ ও নবীন নেতৃত্বের অনেকেই। বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে হাজির হন নেতা-কর্মীরা। রথী-মহারথী নয়, এবার সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছিল নেত্রীর বাড়িতে। রাত প্রায় ২.৩০টা পর্যন্ত মানুষ এসেছেন, পুজো দেখেছেন, প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। (এরপর ৬ পাতায়)



রবিবার রাতে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নেত্রী।

চলছে পুলিশের হাতে খুন, অন্যদিকে ধর্ষণ!

প্রতিবেদন : ছিঃ! ছ'মাসেই বাংলাকে নরকে পরিণত করেছে বিজেপি। এরা আবার বড় মুখ করে 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল! কিন্তু বাস্তবে তারা উপহার দিয়েছে 'জঙ্গলরাজ'। রায়গঞ্জে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গুলি করে মারার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় গর্জে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে একহাত নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এক্সে লিখলেন, বিচারব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে পুলিশ নিজের হাতে শাস্তি দেওয়ার বিধানের পরও ধর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। বিজেপির বহুল প্রচারিত 'জঙ্গলরাজ' মডেলের এটাই নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

অভিষেক আরও লেখেন, শুধু রায়গঞ্জই নয়, আরও একটি ভয়াবহ ঘটনায় এদিন পূর্ব বর্ধমানের ভাতার এলাকায় একটি কালীমন্দির থেকে আট বছরের এক শিশুকন্যাকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আড়াই হাজারেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে ঘটেছে ৬০০টিরও বেশি হত্যাকাণ্ড এবং ৩৪ হাজারেরও বেশি গুরুতর অপরাধ। এগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়—এগুলো হল ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবন, ভেঙে পড়া পরিবার এবং আইন-শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি। (এরপর ৬ পাতায়)

বিজেপির জঙ্গলরাজ : অভিষেক



ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়। ইনসেটে নিহত অভিযুক্ত।

৬ মাসে ৯ খুন



- বারুইপুর: প্রভাস মণ্ডল
- হালিশহর: বিরজু কেওট
- বাখরাহাট: পালান রায়
- চন্দ্রকোনা: রাহুল রুইদাস
- দুবরাজপুর: বরজাহান শাহ
- গাইঘাটা: প্রহ্লাদ দাস
- সামশেরগঞ্জ: সামাউল হক
- বারুইপুর: বাসুদেব নস্কর
- রায়গঞ্জ: দিলীপ রায়



"বিচারব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে পুলিশ নিজের হাতে শাস্তি দেওয়ার বিধানের পরও ধর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। বিজেপির বহুল প্রচারিত 'জঙ্গলরাজ' মডেলের এটাই নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

বালিশ শিবির ছাড়তেই গ্রেফতার

প্রতিবেদন : বিবেকের তাড়নায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখতেই প্রতিহিংসার শিকার হতে হল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে। ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই তিনি বিধায়ক। তাই গদ্দারদের বালিশ শিবির ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী মেরেছিলেন। সেই কারণেই গ্রেফতারির খাঁড়া নেমে এল বিধায়কের উপর। নির্লজ্জ ভূমিকা পুলিশের। তৃণমূল এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তৃণমূল মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষের সাফ কথা, পুলিশ গদ্দারি করাতে চাপ দিতে মামলাগুলোকে জাগিয়ে রেখেছে, তা আবার স্পষ্ট হয়ে গেল পরেশরাম দাসের গ্রেফতারিতে।

সোমবার মুম্বই যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে। ধর্ষণ-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। (এরপর ৬ পাতায়)

প্রতিহিংসা



দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



সত্য মেব জয়তে

পরিবর্তন এর প্রত্যাবর্তন
শোষক হলেন দুঃশাসন।
"সত্য মেব জয়তে"
দুর্যোধন হবে পরাস্ত
সূর্যাস্তর লালে কালো আভা
শূন্যদয়ের অবলুপ্ত বিলয়
অত্যাচারিরা আকাশ ছাড়িয়ে
সীমানা লঙ্ঘন দুর্গন্ধ দিয়ে
দূরন্ত দুর্দশায় মত্ত হাসি
আগামিতে হবে বাসি-ভাসি
ধৈর্য্য ধরলে লাভবান অঙ্ক—
ক্ষণের তথ্য কুৎসিত অসংখ্য
বিনা যুদ্ধে হবে না লড়াই
ভীত না হয়ে রুখে দাঁড়াও ।।

শব্দবাজিতে কাঁপল শহর

পুলিশ ব্যস্ত তৃণমূলকে মামলা দিতে





প্রতিবেদন: শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছিল প্রশাসন। কিন্তু কোথায় কী! প্রশাসনের নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রবিবার দীপাবলির রাতে কলকাতা ও শহরতলিতে রাত ২টো এমনকী তিনটে অবধি শব্দবাজি ফেটেছে। দীপাবলির পরের দিন সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে নেটিজেনরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
10 November, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৪৮ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) এদিন কলকাতার তালতলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা খ্যাতনামা ডাক্তার দুর্গাচরণ, মা জগদম্বা। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান-পুরোধা পুরুষ। বিএ পাশ করে বিলেত যান, আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত বয়স নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ আদালতের দ্বারস্থ হন এবং আদালতের রায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ঘোষিত হন। দেশে ফিরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ বলে



তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৮৮২-তে প্রতিষ্ঠা করেন রিপন কলেজ এবং সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। এই রিপন কলেজই আজকের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রোধে তাঁর নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এজন্য তাঁর নাম হয়ে দাঁড়ায় 'সারেন্ডার-নট সুরেন্দ্রনাথ'। ১৯২৩ সালে মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে ভোটে হেরে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তাঁর লেখা 'আ নেশন ইন মেকিং' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।



১৯৩২ সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২) এদিন মারা যান। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা। স্বামী কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। ১৩ বছরের সুনীতিকে নাবালিকা অবস্থায় নাবালক পাত্রের সঙ্গে হিন্দু মতে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে কেশব সেনের ভক্তবৃন্দ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীর সঙ্গে ইউরোপে বেড়াতে গিয়েছিলেন সুনীতি দেবী। সেখানে মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্নেহ পান। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা যিনি সিআইই উপাধি পেয়েছিলেন। 'অমৃতবিন্দু', 'কথকতার গান', 'সতী' তাঁর লেখা গ্রন্থ।

১৯০৮ কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। ওই বছরই ২ মে মানিকতলা বোমা মামলায় গ্রেফতার হন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও দলপতির নির্দেশে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেলের ভেতর ৩১ অগাস্ট হত্যা করেন। এই সময়েই তাঁর বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়। বিপ্লবী বলে ইংরেজ সরকার তাঁকে ডিগ্রি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিচারে ফাঁসি হয় কানাইলালের।



১৯৩৮ কামাল আতাতুর্ক এদিন প্রয়াত হন। তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতির উপর আধুনিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস বলছে, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আইনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্কারের মাধ্যমে উদারপন্থী জীবন-দর্শন তুরস্কে আমদানি করতে শুরু করেন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা। তুরস্কের বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। তবু সংবিধানে তুরস্ককে 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সরকারি দফতরের কর্মীরা যাতে ধর্মীয় পরিচিতির চিহ্ন বয়ে না বেড়ান, সে জন্য একটি 'ডিক্রি' জারি করেন আতাতুর্ক। আর তার পর থেকেই সরকারি ক্ষেত্রে যেসব মহিলা চাকরি করতে চান, তাঁদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ হয়।



১৯৯১ ইডেনে জিতল ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গন থেকে একুশ বছর নির্বাসন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল আবার প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নেয় কলকাতার ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে।



১৯৯০ 'হোম অ্যালোন'-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার এদিন অনুষ্ঠিত হয়। 'হোম অ্যালোন'-এর লেখক জন হিউজেস। এতে অভিনয় করেন ম্যাকলে কালকিন। 'হোম অ্যালোন' দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

২০২৪ উইলিয়াম রাদিচে (১৯৫১ - ২০২৪) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ যখন বাঙালির ভাষাপ্রেমের সংকট নিয়ে নানারকম কথা শোনা যায়, তখন একজন অবাঙালি বাংলাভাষাপ্রেমীর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। বাংলাভাষার জন্য তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সুদূর ইংল্যান্ডে থেকে বাংলাভাষাকে ভালবেসে যেভাবে তিনি সযত্নে লালন করে বিদেশি ভাষাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন, তা শুধু অসাধারণ নয়ই, বিস্ময়করও



বটে। তাঁর মতো করে আর কোনও বিদেশি বাংলাভাষাকে ভালবাসেনি। অন্যেরা যেখানে গবেষণার কাজে বা অনুবাদে অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনবোধে বাংলাভাষা শিখেছেন, সেখানে উইলিয়াম নিজে থেকে ভাষাটিকে আয়ত্ত করে বাঙালির পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জীবনানন্দ দাশের লেখা পড়ে নয়, বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই তাঁকে বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল।

নজরকাড়া ইনস্টা



বাসবদত্তা



পার্নো মিত্র



শ্রেয়া ঘোষাল

কালিমা দূর করতে পূজি কালীকে

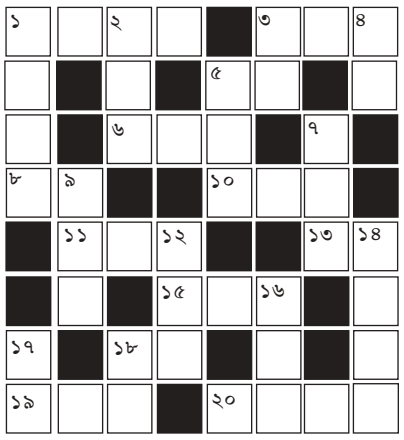


বরানগরে গুপ্তভায়া পরিবারের শ্যামাপূজা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৭৬



পাশাপাশি : ১. সাড়াশব্দ ৩. ভূমি, ভূতল ৫. গানের সুর ৬. র‍্যাঁদা, বাইস ৮. হাঁটা ১০. অস্তিত্বহীন, ধ্বংস ১১. হস্তীর জানুর অধোভাগ ১৩. নিষ্পত্তি ১৫. আড়ম্বরপূর্ণ শোভা ১৮. উষা, প্রত্যুষ ১৯. পর্যটন ২০. তুচ্ছ দ্রব্যাদি।

উপর-নিচ : ১. উত্তম ও অধম ২. উদ্যানাদি ৩. মাটি, মৃত্তিকা ৪. গলার রোগবিশেষ ৫. হিসাব ৭. শ্রদ্ধা, ভক্তি ৯. ময়ূর ১২. ভেট, উপহার ১৪. দারুণ ভালো ১৬. কাঁকুড়, কাঁকুড়গাছ ১৭. ভূরিভোজন ১৮. বেশ বা বেশভূষা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৭৫ : পাশাপাশি : ২. শিশুতা ৪. অনাস্থা ৬. ঘ্যাঁচ ৭. পরিদেবন ৮. লাসক ১০. আকর ১২. মদোৎকট ১৩. সুলু ১৪. কইয়ে ১৬. নাকচ।

উপর-নিচ : ১. পানা ২. শিবাদেশক ৩. তাপন ৪. অচলা ৫. স্থাপক ৯. সমুৎকচ ১০. আটক ১১. রসুয়ে ১২. মস্তানা ১৫. ইয়া।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
যে মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

10 November, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

হাওড়ার ডুমুরজলার ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাছে গাড়ি আটকে ৫০১ টাকা চাঁদা চাওয়ার জুলুম। পুলিশে অভিযোগ বাঁকড়ার বাসিন্দা শাকিব মণ্ডলের। টাকা দিতে না চাওয়ায় তাঁকে হেনস্থা করা হয়

শিল্পনীতির পর এক জানালা নীতিতেও তৃণমূলের অন্ধ অনুকরণ শুভেন্দুর

প্রতিবেদন: পালাবদলের পর গালভরা বুলি আওড়ে ক্ষমতায় এলেও, আদতে যে নিজস্ব কোনও উদ্ভাবনী চিন্তা বা দিশা নেই—নবান্নের সাম্প্রতিক শিল্প-পদক্ষেপে ফের একবার সেই রূঢ় সত্যিটাই বেআব্রু হয়ে পড়ল। শিল্প প্রকল্পে গতি আনার নামে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া, 'সিঙ্গল উইন্ডো' বা এক জানালা পোর্টাল এবং লগ্নির অঙ্ক মেপে নোডাল অফিসার নিয়োগের যে ঢাকঢোল বর্তমান সরকার পেটাচ্ছে, তা আসলে পূর্বতন তৃণমূল সরকারেরই তৈরি করা কাঠামোর নির্লজ্জ নকলনবিশি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিরোধীদের প্রশ্ন, যে পূর্বসূরিদের দিনরাত গালমন্দ করে বিজেপির রাজনীতি চলে, শেষ পর্যন্ত শিল্পের চাকা ঘোরাতে সেই পুরনো সরকারেরই ছেড়ে যাওয়া জুতোর মাপে পা গলাতে হচ্ছে কেন?

নবান্ন সূত্রে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, এবার থেকে নাকি অনলাইনে একজানালা পোর্টালের মাধ্যমে সমস্ত আবেদন জমা পড়বে, সাত দিনের মধ্যে নথির ঘাটতি জানানো হবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে মিলবে 'লেটার অব ইনটেন্ট'। কিন্তু শিল্পমহলের ওয়াকিবহাল অংশ মাত্রই জানেন, রাজ্যে বিনিয়োগের লাল ফিতের ফাঁস কাটাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই বহু আগে 'শিল্পসাথী' পোর্টালের মাধ্যমে এই সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র দেওয়া থেকে শুরু করে অনলাইনে ফি জমা—সবই ছিল পূর্বতন সরকারের মস্তিষ্কপ্রসূত। আজ কেবল ফাইলের মলাট বদলে আর কয়েকটি দিনক্ষণের হিসেব এদিক-ওদিক করে তাকে 'নতুন পদক্ষেপ' বলে চালানোর এই মরিয়া চেষ্টা সরকারের বৌদ্ধিক দেউলিয়াপনাকে স্পষ্ট করে দেয়।

নতুন বোতলে পুরনো মদ

সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হল লগ্নির পরিমাণ অনুযায়ী আধিকারিক বা 'বিজনেস ম্যানেজার' নিয়োগের ঘোষণা। ১০০ কোটি, ৫০০ কোটি বা আড়াই হাজার কোটির লগ্নিতে বিশেষ সচিব ও সচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের বিনিয়োগকারীদের পাশে থাকার যে ফরমান জারি হয়েছে, তা হুবহু বিগত সরকারের 'রিলেশনশিপ ম্যানেজার' বা 'হ্যান্ডহোল্ডিং' নীতির কার্বন কপি। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে পূর্বতন সরকার বারবার এই ব্যবস্থার কথাই ঘোষণা করেছিল এবং তা কার্যকরও হয়েছিল। এমনকী মুখ্যসচিবের মাসিক পর্যালোচনা বৈঠক কিংবা নোডাল এজেন্সির ১৫ দিন অন্তর নজরদারির ব্যবস্থাও প্রশাসনিক রুটিনেরই অংশ ছিল।

শুধু তাই নয়, উৎপাদন শুরুর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভরতুকি বা প্রণোদনা সরাসরি সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আনুপাতিক হারে সহায়তা ছাঁটাইয়ের যে নিয়ম আজ নতুন করে শোনানো হচ্ছে, তা পূর্বতন শিল্পনীতিরই পাতা থেকে টুকে নেওয়া। ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে যাঁরা গলা ফাটিয়েছেন, সরকার গড়ার পর তাঁদের ঝুলি থেকে নিজস্ব কোনও ব্লু-প্রিন্ট বেরোল না কেন?

আসলে, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি আর কুৎসা করে গদি দখল করা যতটা সহজ, একটি রাজ্যের অর্থনীতি ও শিল্পের চাকা ঘোরানোর মতো ইতিবাচক নীতি তৈরি করা ততটাই কঠিন। শিল্পনীতির পর এবার একজানালা ব্যবস্থা নিয়েও শুভেন্দু সরকারের এই চরম অনুকরণপ্রিয়তা প্রমাণ করে দিল—পূর্বসূরিদের তৈরি করে যাওয়া রাজপথেই শুধু নতুন রঙের প্রলেপ লাগাতে ব্যস্ত বর্তমান শাসকদল। নতুন মোড়কে পুরনো নীতি ফেরি করে হেডলাইন তৈরি করা যায় বটে, কিন্তু তাতে সরকারের নিজস্ব ব্যর্থতা ও দূরদর্শিতার অভাব ঢাকা পড়ে না।





আলোর উৎসব দীপাবলিতে মেতে শহরবাসী। সোমবার আহিরীটোলা ঘাটে। সোমবার বিকেলে বাবুঘাটে চলছে কালী প্রতিমা বিসর্জন। ছবি শুভেন্দু চৌধুরী ও সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাজপুরে সমুদ্রবন্দর

সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূলনেত্রী

প্রতিবেদন : তাজপুর সমুদ্রবন্দর নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার নানারকম কথা বলছে। কিন্তু বাস্তব হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। গোটাটা সুন্দরভাবে কাজ এগোচ্ছিল। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, একটা সমুদ্রবন্দর তৈরি করতে অনেক টেকনিক্যাল দিক থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সদিচ্ছা নিয়ে এগোচ্ছিলেন। কারওর মনে হতে পারে না আমি এই স্থানের বদলে পাশের আরেকটি স্থানে করব, তাতে নানা টেকনিক্যাল দিক থাকতেই পারে। কিন্তু নেত্রী যে সমুদ্রবন্দরের কাজ নিয়ে এগিয়েছিলেন সেটা তো মানতে হবে, যেমন সাগরে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু তৈরির কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুরু করে যাওয়া কাজের কৃতিত্ব নেবে বলে কেউ যদি অকারণে কুৎসা করতে শুরু করেন, তাহলে তা হাস্যকর।

হেফাজতে অত্যাচার, তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে সুমিতের স্ত্রী

প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবারের সরিষায় দলীয় কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের স্ত্রী সুস্মিতা রায়। তাঁর অভিযোগ, স্বামীকে ফাঁসানোর জন্যই টাকা উদ্ধারের ঘটনা সাজানো হয়েছে। কয়েকদিন আগে ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধার হয়। ঘটনার পর জেলা পুলিশ দাবি করে, সুমিতকে জেরা করেই ওই টাকার খোঁজ মিলেছিল। সুমিতের স্ত্রীর অভিযোগ, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁর স্বামীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালিয়েছে। তাঁর স্বামীকে পরিকল্পিত ভাবে ফাঁসাতেই টাকা উদ্ধারের ঘটনাটি সাজানো হয়েছে। এই অবস্থায় স্বামীর জীবন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। তাঁর আবেদনে সুস্মিতা বলেছেন, উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কোনও যোগ নেই। হেফাজতে জোর করে চাপ দিয়ে সুমিতের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চলছে।

একই সঙ্গে সুস্মিতা রায় টাকা উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন। বিকল্প হিসেবে কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা আছে।

আদালতের নির্দেশে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দিল এসএসসি

প্রতিবেদন : শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হল স্কুল সার্ভিস কমিশন। আদালত অবমাননার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ৭৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল এসএসসি। আদালতে মুচলেকা দিয়ে এসএসসি জানিয়েছে, শূন্যপদের হিসাব খতিয়ে দেখে ছয় সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীদের চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হবে।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিং চলাকালীন ৭৯ জনকে কাউন্সেলিংয়ে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তখন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এসএসসিকে নির্দেশ দেন, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তাঁদের কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু এসএসসি সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়নি। এরপরেই ওই ৭৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। দায়ের হয় আদালত অবমাননার মামলা। এদিন ম্যামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী বলেন, এই চাকরিহারা শিক্ষক- শিক্ষিকারা নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশে চাকরি পেয়ে যাওয়ায় আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেননি। অথচ ওই স্তরের চূড়ান্ত মেধাতালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল। তাই আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিংয়ে তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া উচিত। এরপরেই আদালতের নির্দেশে তাঁদের নিয়োগ নিশ্চিত করে আদালতে মুচলেকা দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

দীপাবলিতে জোড়া অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়

সংবাদদাতা, হাওড়া: বাজির আগুন থেকে দীপাবলির রাতে বড়সড় অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়। রবিবার রাতে লিলুয়ার পঞ্চাননতলা বাজারে হঠাৎই ভয়াবহ আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৬টি দোকান। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, দীপাবলির রাতে বাজি থেকেই এই আগুন লেগেছে। মোট ৬টি দোকান ও তার আশেপাশের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি খাবারের দোকানও ছিল। দমকলের ৪টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় কোনও হতাহতর খবর নেই। দোকানের পেছনে প্যান্ডেলের জিনিসপত্র, শুকনো বাঁশ-কাঠ এবং মজুত থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উৎসবের রাতে এমন আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একইদিনে বাজির আগুনে শিবপুরে জুট বোঝাই একটি ট্রাকে আগুন লাগে। শিবপুরের জুট মিলে একটি ট্রাকে পাটজাত সামগ্রী বোঝাই করে রাখা ছিল। দীপাবলির রাতে বাজির জ্বলন্ত অংশ এসে ট্রাক বোঝাই পাটের ওপর পড়ে আগুন ধরে যায়। দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে পাট বোঝাই ট্রাকটি। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।





সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 November, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জঙ্গলরাজ

একের পর এক পুলিশের হাতে খুন। অথচ ধর্ষণের ঘটনা থামার কোনও নাম নেই। বিজেপির ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা মডেল যত দিন যাচ্ছে ততই প্রশ্নের মুখে পড়ছে। এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে কালীমন্দির থেকে প্রথম শ্রেণিতে পড়া মাত্র আট বছরের এক শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। যে বয়সে একটি শিশুর বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সে তাকে এমন ভয়াবহ নৃশংসতার শিকার হতে হচ্ছে! এর দায় কার? গত কয়েক মাসে ২৫০০-এর বেশি ধর্ষণ, ৬০০টিরও বেশি খুন এবং ৩৪ হাজারের বেশি গুরুতর অপরাধের যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এগুলো শুধু সংখ্যা নয়। প্রতিটি সংখ্যার পিছনে রয়েছে একটি বিপর্যস্ত জীবন, একটি অসহায় পরিবার। আরজি করের ঘটনার পর যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন, আজ তাঁর নিজের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব কে দেবে? কোথায় কঠোর প্রশাসনের বড় বড় দাবি? এত এনকাউন্টারের পরেও কেন নিরাপদ নয় নিষ্পাপ শিশুরা? আইনের শাসন কোথায়? সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে সারা রাজ্য জুড়ে পুলিশ প্রশাসন শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতেই ব্যস্ত। বিজেপি কর্মীদের হাতে পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে হামলা হচ্ছে। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে একের পর এক ভয়াবহ অপরাধের অভিযোগ সামনে আসছে। এটাই আসল জঙ্গল রাজত্ব।

e-mail থেকে চিঠি

অধিকার কাড়ার ষড়যন্ত্র স্পষ্ট

একদা আধার না থাকলে জীবনটাই ছিল আঁধার। সরকার রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্টের মতো একাধিক পরিচয়পত্রকে স্বীকৃতি দিলে কী হবে! আধার না থাকলে কোনও কাজই হত না। এতদিন পরে হঠাৎ করে সরকার ভাবতে শুরু করেছে, আধার তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ, এবার আধার কার্ড থাকলেই সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির আর্থিক সুবিধা মিলবে না। দরকার ভোটার কার্ড। আসলে আধারকে সরিয়ে ভোটার কার্ডকে কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রবেশদ্বার করার পিছনে একটি গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। যখন বিজেপির মন্ত্রী ভোটার কার্ডের গুরুত্বের কথা বলছেন, তখন দেশজুড়ে চলছে এসআইআর। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে প্রায় ১৪ কোটি ভোটারের নাম বাদ চলে গিয়েছে। স্রেফ বাংলাতেই বাদ গিয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ নাম। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। সোজা কথায়, কেন্দ্র পঞ্চায়েত স্তরে ভোটার কার্ডের ভিত্তিতে পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করলে, বাংলার প্রায় ৪১ লক্ষ মানুষ সরকারি প্রকল্পের টাকা পাওয়ার অধিকার হারাবেন। এটা শুধু বাংলার নয়, সারা দেশেরই প্রান্তিক মানুষের 'ভাত' মারার ছক। কমিশনের আইটি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্নাকে দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভোটারদের নাম প্রথমে কাটছেন। তারপর মন্ত্রী ঘোষণা করছেন, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কোনও সরকারি সুবিধা মিলবে না। আপনার নাম ভোটার তালিকায় নেই, মানে আপনি শুধু ভোটার নন এমনটা নয়। আপনি রেশন হারাচ্ছেন, পেনশন পাচ্ছেন না, পিএম-কিষান গেল, আবাস মিলল না। মানে আপনার সামাজিক সুবিধার প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। অথচ সুপ্রিম কোর্ট গত অগাস্টেই বলেছিল, এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া মানে নাগরিকত্ব যাওয়া নয়। নাম না থাকলেই সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে আপনাকে সরকার বঞ্চিত করতে পারবে না। এরপরও হয়তো ভাবতে পারেন, আপনার নাম তো তালিকায় আছে। কিন্তু কে বলতে পারে, কমিশনের ওই 'ম্যাজিক' সফটওয়্যার কবে আপনার নামটাও বাদ দিয়ে দেবে। সীমা খান্না তো স্রেফ একটা নাম। সীমা যাবেন, নীতি তো যাবে না। চক্রান্ত তো বন্ধ হবে না। তাই কালকে আপনার নামও নতুন ঘ্যাঁচাকলে বাদ পড়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তখন দৌড়াতে হবে নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করতে। সমস্যাটা এই জায়গাতেই।

— সুকল্প শীল, পাটুলি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আজও বঞ্চিত মুসলমান

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নির্বাচনী অঙ্কের নিরিখে মুসলমান সমাজের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান আজও রয়ে গেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। লিখছেন **নুরুল ইসলাম বাবুল**

ভোটের মরশুমে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি শোনা যায়, অথচ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নে তার বাস্তব প্রতিফলন কতটা ঘটেছে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। সম্প্রতি রাজ্য সরকারি কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশনের কার্যপরিধি নিয়ে প্রকাশিত দুটি নির্দেশিকা সেই পুরনো প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনেছে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটি শিক্ষা পর্ষদের কর্মীদের বেতন কাঠামো সংক্রান্ত হলেও, এর গভীরে রয়েছে সংখ্যালঘু শিক্ষার ভবিষ্যৎ, প্রাতিষ্ঠানিক সমতা এবং রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়বদ্ধতা।

গত ৫ নভেম্বর ২০২৬ রাজ্যের অর্থ দপ্তর ৪০৭৮-F(P1) এবং ৪০৭৯-F(P1) নম্বর দুটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে। প্রথম নির্দেশিকায় ২৫টি রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের নিয়মিত কর্মীদের বেতন কাঠামো ও চাকরির শর্ত সপ্তম বেতন কমিশনের পর্যালোচনার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। অন্য নির্দেশিকায় পূর্ববর্তী তালিকা সংশোধন করে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, টেকনিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন কাউন্সিলকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই বিতর্ককে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে বিচার করা জরুরি। ২০০৬ সালে প্রকাশিত বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের নেতৃত্বাধীন কমিটির প্রতিবেদন ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা, সরকারি চাকরি ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরেছিল, তা আজও প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের অবস্থাও সেই আলোচনার বাইরে নয়। Association SNAP, Guidance Guild এবং Pratichi Institute-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত 'Living Reality of Muslims in West Bengal' গবেষণায় ২০১৬ সালের সমীক্ষার ভিত্তিতে রাজ্যের মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলমান। ওই গবেষণায় গ্রামীণ মুসলমানদের সাক্ষরতার হার ৬৮.৩ শতাংশ এবং ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সি মুসলিম শিশুদের প্রায় ১৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার তথ্য উঠে এসেছে। আর্থিক অসচ্ছলতা ও বিদ্যালয়ের দূরত্বকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের প্রায় ৮০ শতাংশের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা বা তার কম বলেও গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে। এই পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দেয়, শিক্ষার সুযোগ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নে মুসলিম সমাজের সামনে এখনও কতটা পথ বাকি।

এই বাস্তবতায় মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বহু দরিদ্র ও প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়। প্রান্তিক পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার প্রসারেও অনেক মাদ্রাসার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। বহু শিক্ষার্থী এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উঠে এসে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষকতা, প্রশাসন, সাহিত্য ও বিভিন্ন পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানও দেখিয়েছে, প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানচর্চার সমন্বয় ঘটলে শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। মাদ্রাসাকে তাই কেবল ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে তার সামাজিক ও শিক্ষাগত অবদানকে অস্বীকার করা হবে।

তবে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিও স্বীকার করতে হবে। সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান সমান নয়। কোথাও শ্রেণিকক্ষের অভাব,



কোথাও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ঘাটতি, কোথাও বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার শিক্ষার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি, ইংরেজি ভাষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রেও আরও উন্নতির প্রয়োজন। কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সরকারি সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ২,১৩২টি মাদ্রাসা প্রয়োজনীয় অনুমোদনসহ চলছে এবং ২,৩৯৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেই। এর মধ্যে ২৫২টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ এবং আরও প্রায় ১০০টিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক করে দেখা যাবে না। অনিয়ম থাকলে নির্দিষ্ট তদন্ত ও প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ত্রুটির দায় গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর চাপানো যুক্তিসংগত নয়।

ধর্মীয় শিক্ষার মর্যাদা বজায় রেখেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সমকালীন জ্ঞানচর্চাকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির সুযোগ বাড়ানো জরুরি। শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের যোগ্যতায় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন ও পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও প্রশ্ন রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন রাজ্যের ক্ষমতায় থেকেছে। মুসলিমদের পাশে থেকেছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের অঙ্কটাও বেশী। এমতাবস্থায় বিজেপিকে স্পষ্ট করতে হবে, মাদ্রাসা সংস্কারের পাশাপাশি সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষক-কর্মীদের ন্যায্য আর্থিক নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে।

সংবিধানের সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, ৫ নভেম্বরের দুটি নির্দেশিকার প্রশাসনিক সম্পর্ক ও কার্যকর পরিসর সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের নিয়মিত কর্মীদের বেতন কাঠামো ও চাকরির শর্ত পর্যালোচনার পাশাপাশি অনুমোদিত মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনার দাবিটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, সমমানের যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্ন কর্মীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন বেতননীতি নিশ্চিত করতে হবে। চতুর্থত, মাদ্রাসার পরিকাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। পঞ্চমত, অনুমোদন ও স্বীকৃতির প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সহজ এবং সময়সীমাবদ্ধ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্বলতা থাকলে তার সংস্কার হোক, অনিয়ম থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় কোনও শিক্ষক যেন তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন, কোনও শিক্ষার্থী যেন শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে না ফেলে। মুসলমান সমাজ কারও দয়া বা অনুগ্রহের প্রার্থী নয়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেই অধিকার সুনিশ্চিত করা।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি শুধু একটি বেতন কমিশনের নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা কি কেবল নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক গুরুত্ব পাবেন, নাকি শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সমান নাগরিক মর্যাদাও পাবেন? ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত পরিচয় রাজনৈতিক মঞ্চের বক্তৃতায় নয়, রাষ্ট্রের নীতি ও প্রশাসনিক আচরণে। মাদ্রাসার একজন শিক্ষকও যেন তাঁর যোগ্যতা, শ্রম ও দায়িত্বের যথাযথ মর্যাদা পান। একটি শিশুর ভবিষ্যৎ যেন তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সংকুচিত না হয়। এই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিই আজকের পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক সমাজের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জাগোবাংলা
যে মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কালীপুজোর রাতে আচমকা গুলির আওয়াজে কাঁপল বেহালার সরশুনা। শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। নাম রাজ পাল। রবিবার ভোর ৩টের ঘটনা

রাজ্য

10 November, 2026 • Tuesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫

১০ নভেম্বর ২০২৬

মঙ্গলবার

কালীপুজোয় যাওয়াকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী ও বিধায়কের ঝগড়া

হাওড়ায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে

সংবাদদাতা, হাওড়া : কোনা ভুতবাগান এলাকায় একটি কালীপুজোকে ঘিরে রবিবার রাতে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গোলমালের জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। ৪-মে পর বিজেপির জার্সি পরা লোকজনদের কালীপুজোয় গিয়েছিলেন মন্ত্রী উমেশ রাই। যদিও সেই পুজোয় স্থানীয় বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ গরহাজির ছিলেন। মন্ত্রী ওই পুজোয় যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন রুদ্রনীলের অনুগামীরা। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে এখানে যারা বিজেপি কর্মীদের ঘরে ঢুকে মেরেছিল, এমনকী রুদ্রনীল ঘোষের গাড়ি আটকে প্রচারে বাধা দিয়েছিল, তাদের পুজোতেই চলে গেলেন মন্ত্রী। এটা মেনে নেওয়া যায় না। বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, বিগত দিনগুলোর কথা ভেবে যে কোনও নেতা-মন্ত্রীদের উচিত প্রকৃত বিজেপি কর্মীদের পাশে থাকা। রবিবার রাতের ঘটনায় প্রকৃত বিজেপি কর্মীরা ব্যথিত হয়েছেন। রুদ্রনীল আরও বলেন, অনেকেই আছেন যাঁরা স্থানীয় বিধায়কের কাছে সুবিধা না পেয়ে অন্য কোনও বিধায়ক কিংবা মন্ত্রীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চাইছেন। যা কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। এক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়েছে। তবে এই বিষয়ে মন্ত্রীর আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। কর্মীদের ক্ষোভ ন্যায়সঙ্গত। অন্যদিকে প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, জেলার একমাত্র মন্ত্রী তিনি। তাঁকে প্রচুর অনুষ্ঠানে যেতে হয়। সবকিছু নিয়ে বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। তবে বিজেপি কর্মীদের এই গোষ্ঠীকোন্দল যে সহজে মিটছে না তা বলাই বাহুল্য।

বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ৫ মাসের শিশুর মৃত্যু, বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বসিরহাট: বারবার কাকুতিমিনতি করেও মেলেনি চিকিৎসা। হাসপাতালের চরম গাফিলতিতে প্রাণ গেল পাঁচ মাসের শিশুকন্যার। এই অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার সকালে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বসিরহাট জেলা হাসপাতাল। হাসপাতালে আনার মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যেই শিশুটির মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ও নার্সদের উদাসীনতা, কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই শিশুমৃত্যু বলে অভিযোগ পরিবারের। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃত শিশুর পরিবার। হাসপাতালের ওয়ার্ডে ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ফের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। জ্বর ও তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হল পাঁচ মাসের এক শিশুকন্যার। আর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই তীব্র উত্তেজনা ছড়াল হাসপাতাল চত্বরে। চিকিৎসায় চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুটির পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন।

মৃত শিশুর নাম রাইসা পারভিন। বয়স মাত্র পাঁচ মাস। বাড়ি হাসনাবাদ থানার রামেশ্বরপুরের খুরুল গ্রামে। পরিবারের দাবি, সোমবার ভোর ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ জ্বর ও প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে রাইসাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে আনার সময় থেকেই শিশুটির শ্বাসকষ্ট ছিল অত্যন্ত বেশি। পরিবারের অভিযোগ, বারবার কর্তব্যরত নার্সদের বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরুর আবেদন জানানো হলেও দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিৎসক শিশুটিকে দেখতে আসেননি। পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের অপেক্ষায় সময় গড়িয়ে গেলেও কার্যকর চিকিৎসা শুরু হয়নি। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় শিশুটির। অভিযোগ, শিশুটির মৃত্যুর পরেই চিকিৎসক হাসপাতালে আসেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের ভিতরে ব্যাপক ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের ভিতরে থাকা কয়েকটি টেবিল, খাতাপত্র, নথি এবং ওষুধপত্র ফেলে দেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ।





পরিবারের অভিযোগ, শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা চরম উদাসীনতা দেখান। বারবার ডাকাডাকি এবং অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোনও চিকিৎসক শিশুটিকে দেখতে আসেননি। অভিযোগ, সে সময় কর্তব্যরত নার্সরাও ঘুমিয়ে ছিলেন। বিনা চিকিৎসায় ওয়ার্ডের বেডেই ছটফট করতে করতে ভর্তির ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের মাথায় নিথর হয়ে যায় পাঁচ মাসের একরত্তি রাইসা। মৃত শিশুর মামা সোহেল রানা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, মৃত্যুর পর চিকিৎসকরা ওয়ার্ডে আসেন এবং তাঁদের গাফিলতিতেই শিশুটির প্রাণ গিয়েছে

পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসক এবং নার্সরা দায়িত্ব পালন করলে হয়তো এই পরিণতি এড়ানো যেত। কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের ভূমিকা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার। স্বাস্থ্য দফতরের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা জানিয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনা হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি।

টালা ট্যাঙ্কের পাইপ ফেটে বিপত্তি, জলমগ্ন এলাকা





প্রতিবেদন : সাতসকালে টালা ট্যাঙ্কের জল সরবরাহকারী মূল পাইপলাইন ফেটে বিপত্তি উত্তর কলকাতায়। সোমবার সকালের এই ঘটনায় জলের তোড়ে প্লাবিত হয়ে যায় সংলগ্ন রাস্তাঘাট ও নিচু এলাকা। আচমকা এই জলমগ্ন পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন টালা, ঘোষবাগান-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। ভোগান্তি ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীদেরও। এমনকী জল ঢুকে পড়েছে রেললাইনেও। এর জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে ট্রেন চলাচল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরসভার কর্মীরা।স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ টালা ট্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় বিকট শব্দে মাটির নিচে থাকা একটি বড় পাইপ ফেটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ফোয়ারার মতো জল বেরিয়ে গোটা এলাকা ভাসিয়ে দেয়। জলের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। জল ঢুকে পড়ে আশপাশের বেশ কিছু নিচু বাড়ি এবং দোকানেও। সবচেয়ে বেশি জল জমেছে টালা স্টেশন ও পোস্ট অফিস সংলগ্ন রাস্তায়। জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোর থেকেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সকাল আটটা নাগাদ রাস্তার এমন হাল দেখে কার্যত হতবাক হয়ে যান তাঁরা। এক বাসিন্দার কথায়, বাড়ির কাছেই জল জমে যাওয়ায় বাইরে বেরনো কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, পাইপ ফেটে যাওয়ার ফলে উত্তর কলকাতার একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু বাড়িতে জলের চাপ কমে গিয়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।অন্যদিকে, টালার কিছু অংশে বিদ্যুৎ পরিষেবাও বন্ধ রয়েছে।

দীপাবলির রাতে পুড়ল ৩ দোকান

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর: উৎসবের রাতে পুড়ে ছাই একাধিক দোকান। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য গঙ্গাসাগরে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে তিনটি দোকান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর দিন ভোররাতে গঙ্গাসাগরের কালিগিরি মন্দিরের কাছে হঠাৎই একটি দোকানে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা তড়িঘড়ি খবর দেন সাগর থানায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগর থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন।

ফেসবুকে বাঁচার আর্তি, ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার তরুণ চিকিৎসকের

প্রতিবেদন: ফের অকালে প্রাণ গেল এক উঠতি চিকিৎসকের। হস্টেল থেকে উদ্ধার হল এনআরএস হাসপতালের তরুণ চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ। তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই হাসপাতাল সহ হস্টেলে। মৃত চিকিৎসকের নাম অভিজিৎ সরকার (৩০)। তিনি এনআরএস হাসপাতালে হাউস স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আদতে নদিয়ার মাঝেরগ্রামের বাসিন্দা অভিজিৎ থাকতেন নাগেরবাজারের কাছে এক হস্টেলে। সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের তরফে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। মৃত্যুর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায়



অভিজিতের একটি পোস্ট ঘিরে সন্দেহ দানা বেধেছে। সেই পোস্টে তাঁকে বাঁচানোর আবেদন জানিয়েছিলেন অভিজিৎ। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথাও বলেছিলেন ওই চিকিৎসক। পরিবারের দাবি, আত্মহত্যা নয়, খুন করা হয়েছে অভিজিৎকে। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঠিক কী লিখেছিলেন অভিজিৎ? মৃত্যুর ঠিক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন অভিজিৎ। সেখানে তিনি লেখেন, দয়া করে আমাকে এই কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে বের হতে সাহায্য করুন। আমি বর্তমানে হস্টেলে থাকছি। কিছু লোকের আচরণের কারণে ক্রমশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তাঁরা ক্ষমতার অধিকারী। আমার জরুরিভাবে সুরক্ষা, সহায়তা এবং নিরাপদে বাড়ি ফেরার একটি উপায় প্রয়োজন। তার আগে আরও একটি পোস্ট করেন তিনি। লেখেন, আমি আর পেরে উঠছি না। মৃত্যুর আগে তাঁর এই পোস্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রহস্য বেড়েছে। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন অভিজিৎ। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র গ্রামের ছেলে অভিজিতের এভাবে মৃত্যু হতে পারে তা মেনে নিতে পারছে না পরিবার। তাদের আরও অভিযোগ, হস্টেলের কেউ কেউ তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল। তাঁকে বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে দেওয়া হত না। অভিজিৎ হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাসে অনেকবার তাঁর চিন্তার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

রাজ্য
10 November, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

হুগলির গোঘাট বিধানসভার একাধিক স্কুলে চলছে রং করার কাজ। কেউ নতুন রঙের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও অনেকের প্রশ্ন, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি স্কুলের রঙে কেন বদল হবে?

৪৪ বছরের ঐতিহ্য ভাঙল মোদি সরকার

নেহরুর স্মৃতি মুছতে বাণিজ্য মেলার তারিখে বদল কেন্দ্রের

প্রতিবেদন: ইতিহাস গড়ার ক্ষমতা যাদের নেই, তারাই ইতিহাস মোছার নেশায় সবচেয়ে বেশি উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ফের একবার সে কথা প্রমাণ করল কেন্দ্রের মোদি সরকার। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রতি গেরুয়া শিবিরের অ্যালার্জি নতুন নয়। কিন্তু সেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যে এবার দেশের ৪৪ বছরের প্রাচীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার পরম্পরাকেও গিলে খাবে, তা দেখে স্তম্ভিত গোটা দেশ। নেহরুর জন্মদিন অর্থাৎ ১৪ নভেম্বরের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে মুছে ফেলতে এবার একদিন এগিয়ে, আগামী ১৩ নভেম্বর থেকেই নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে ৪৫তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার বা আইআইটিএফ।

গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ১৪ নভেম্বর তারিখটি এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল। জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনেই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের এই মহামিলন ক্ষেত্রের সূচনা হত। কিন্তু ৪৫তম বর্ষে এসে আচমকাই সেই চিরাচরিত প্রথায় কোপ দিল কেন্দ্র। আগামী ১৩ থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা, যার উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, আচমকা কেন এই তারিখ বদল? স্রেফ নেহরুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা তারিখটিকে মুছে ফেলার হীনমন্যতা থেকেই কি এই তুঘলকি সিদ্ধান্ত?

সবচেয়ে বড় পরিহাস হল, এবারের মেলার মূল থিম রাখা হয়েছে 'বিকাশ অউর বিরাসত'— অর্থাৎ উন্নতি এবং ঐতিহ্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে আধুনিক ভারত নির্মাণে যাঁদের নিজেদের কোনও 'বিরাসত' বা ঐতিহ্য নেই, আজ তাঁরাই অন্যের তৈরি করে যাওয়া ঐতিহ্য দখল করতে এবং নাম পাল্টাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এর আগে দিল্লির ঐতিহাসিক প্রগতি ময়দানের অস্তিত্ব বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে তৈরি করা হয়েছে 'ভারত মণ্ডপম'। প্রথমে মেলার জায়গা বদল, আর এবার খোদ মেলার ঐতিহাসিক শুরুর দিনটিকেই বদলে দেওয়া হল। এ যেন ধাপে ধাপে নেহরুবাদী ভারতের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার এক সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই বা স্বাধীন ভারতের শিল্পায়ন— কোনও ক্ষেত্রেই যাঁদের পূর্বসূরিদের ন্যূনতম অবদান ছিল না, আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে তাঁরা দেশের চিরাচরিত পরম্পরাকে নিজেদের মতো করে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ১৪ নভেম্বরের গুরুত্ব কমিয়ে দিলেই কি দেশের শিল্প ও আধুনিকীকরণে পণ্ডিত নেহরুর অবদান মুছে ফেলা যাবে? কেন্দ্রের এই সংকীর্ণ ও প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিরোধীদের তোপ, 'বিকাশ'-এর বদলে স্রেফ নাম বদল আর তারিখ বদলের 'বিনাশকারী' রাজনীতিতেই মেতে রয়েছে বিজেপি। প্রগতি ময়দান ভেঙে ভারত মণ্ডপম গড়া কিংবা ১৪ নভেম্বরের মেলা ১৩ তারিখে টেনে আনা— এই সমস্ত কসরত আসলে বিজেপির নিজস্ব ঐতিহ্যহীনতার চরম হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐতিহ্য বদলে ইতিহাস দখলের এই সস্তা কৌশল শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষ ও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সরকারের ক্ষুদ্র মানসিকতাকেই নগ্ন করে দিচ্ছে।

পুলিশ ব্যস্ত তৃণমূলকে মামলা দিতে

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। এই বিষয়ে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ পুলিশের সমালোচনা করেছেন বেশ কৌতুকের সঙ্গে। তিনি বলেছেন, পুলিশের কি আর কোনও কাজ নেই বলুন তো। অকারণ পুলিশের সমালোচনা করবেন না। ওঁদের কত কাজ বলুন তো! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের ধরে ধরে ফালতু কেস দিতে হবে। থানায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করতে হবে। তার জন্য বই ঘেঁটে সংবিধান জানতে হবে। গ্রেফতার করতে হবে। আর কোনওভাবে যদি বিজেপির কেউ সিসিসিটিতে ধরা পড়ে যায়, তাদের বাঁচাতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসকে বেকায়দায় ফেলতে হবে যেনতেন প্রকারেণ। এই হচ্ছে পুলিশের কাজ। তাই নিয়েই তারা ব্যস্ত। তা না করে পুলিশ কী কোথায় শব্দবাজি ফাটছে তা দেখতে যাবে। আপনাদের সত্যি কোনও কাজ নেই। এভাবে পুলিশের সমালোচনা আমি সমর্থন করছি না!

ভোর রাত অবধি শব্দবাজি ফাটা নিয়ে পুলিশের ভূমিকাকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেছেন, ভোর চারটে অবধি শব্দবাজি ফেটেছে। গত সাত-আট বছরেও এত শব্দবাজি ফাটেনি। যা এবার ফেটেছে। শব্দবাজি ফাটানো নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ এই পুলিশ। সরকার বড় বড় মুখ করে বলেছিল শব্দবাজি ফাটা নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু করতে পারল কোথায়! মুখে বড় বড় কথা শুধু। কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই প্রশাসনের। শ্রীরামপুরেই ভোর চারটে অবধি শব্দবাজি ফেটেছে।

নেত্রীর বাড়ির পুজোয়

(প্রথম পাতার পর)

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সৌগত রায়, দোলা সেন, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল এবং সুদীপা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী সৌম্য বক্সী, অভিনেত্রী সুভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রেয়া পাণ্ডেরা উপস্থিত হয়ে পুজোয় অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ও যুব সংগঠনের বহু কর্মী-সমর্থকও।

সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে পুজো দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর নানা উপাচার ও আয়োজনের ফাঁকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে খোলামেলা গল্পে মাতেন এবং প্রত্যেকের খোঁজখবর নেন। সার্বিক মিলিয়ে উৎসবের আবহে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতার মেলবন্ধনে সম্পন্ন হল তৃণমূল নেত্রীর বাড়ির কালীপুজো।

বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, গত কয়েক বছরের মধ্যে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রেকর্ড ভিড় ছিল। এটা ঠিক যে এ বছর কিছু দলবদলু-গদ্দার-গিরগিটি-পাল্টিবাজ-বেইমান লোক আসেনি। কিন্তু যে সংখ্যায় বিভিন্ন জেলা দূরদূরান্ত থেকে কর্মীরা এসেছেন তা অতুলনীয়। অনেক রাত অবধি নেত্রীর বাড়িতেই ছিলেন, তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারেননি। নেত্রী পুরোটা সামলেছেন। গদ্দারদের অনুপস্থিতিকে ছাপিয়ে গেছে মা-বোনেদের কর্মীদের সমর্থকদের উৎসাহ ও ভালোবাসা।

সুভদ্রা এদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিনেত্রী স্পষ্ট জানান, প্রতি বছরই মেয়েকে নিয়ে মমতার বাড়ির কালীপুজোয় আসেন তিনি। এই পুজো তাঁর কাছে নিছক কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাড়ির অনুষ্ঠান নয়, বরং নিজের বাড়ির পুজোর মতোই আপন। সুভদ্রা বলেন, আমরা মেঘ নই। আমরা সবসময় থাকি। আমরা সেরকম নই, আমরা আসব, মেঘ হবে, একটু বৃষ্টি হলে মেঘ কেটে যাবে, এরকম নই। আমি বলছি, দুষ্টু মেঘ যতই কেটে যায়, ততই ভাল।

চলছে পুলিশের হাতে খুন, অন্যদিকে ধর্ষণ!

(প্রথম পাতার পর)

অভিষেকের কথায়, আরজি কর ট্র্যাজেডির সময় যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করে সরব হয়েছিলেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী এখন নিজের ব্যর্থতার জবাব দিন। তাঁর দায়বদ্ধতা কোথায়? যখন নিষ্পাপ শিশুরা নৃশংসতার শিকার হচ্ছে, তখন তাঁর সেই 'সকালে জমা বিকেলে খরচের মডেল' কোথায়? বিগত ছ'মাসে বিজেপির গুন্ডারা পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে আক্রমণ করছে। নারী ও শিশুরা ভয়াবহ অপরাধের শিকার হচ্ছে। অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, আর প্রশাসনের ব্যর্থতা নগ্নভাবে সামনে চলে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর যদি ন্যূনতম নৈতিক দায়বোধ থাকত, তবে তিনি শক্তিশালী শাসনের ফাঁপা দাবি আড়ালে লুকিয়ে না থেকে পদত্যাগ করতেন। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের প্রশ্ন, বিজেপির কি এটাই 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন? এমন এক বাংলা, যেখানে আট বছরের শিশুও নিরাপদ নয়?

গত পাঁচ মাসে এ নিয়ে চতুর্থ ঘটনা ঘটল, যেখানে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বারুইপুর, গাইঘাটা, ধুলিয়ানের পর এবার রায়গঞ্জে। সোমবার কালীপুজোর রাতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের (৪৬) পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে। বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী পারারপুকুর ঘাট এলাকায় সোমবার ভোরে এই ঘটনাটি ঘটে। এবং বিচার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পথ এড়িয়ে চলার এই ধারা কতটা সমর্থনযোগ্য—সেই বিতর্ককেও নতুন করে উসকে দিচ্ছে। দিলীপ গ্রেফতার করার আগেই গুলিতে মৃত্যু হয়েছে হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। কিন্তু অভিযোগ উঠছে অপরাধী সন্দেহে পুলিশ গুলিতে মৃত দিলীপকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ সেটা প্রকাশ্যে আনেনি এবং কালীপুজোর রাতে নতুন চিত্রনাট্য সাজিয়েছে।

গত জুলাই মাসে রাজ্য প্রথম বারুইপুরে হেফাজতে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় প্রভাস মণ্ডলের। এক ১২ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ছিল প্রভাসের বিরুদ্ধে। গত অক্টোবর মাসে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় প্রহ্লাদ দাসের। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডল খুনের মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সামাউল হকের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে।

তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন এনকাউন্টার করার একটা অপসংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। মধ্যযুগীয় বর্বরতা চলছে। যারা ঘৃণ্য অপরাধ করেছে তাদের প্রতি কোনও সাহানুভূতি নেই। কিন্তু মানবাধিকার, আইন অমান্য করে এনকাউন্টার কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রবনতা এখন বাড়ছে। যেভাবে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি, দোকান ভাঙা হচ্ছে, হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তা বর্তমান রাজ্য সরকারের বর্বর মানসকতাকেই প্রকাশ করছে। কল্যাণের স্পষ্ট বক্তব্য, যে পুলিশ কর্মীরা উপর মহলের কথা শুনে এনকাউন্টার করছেন তাঁরা আদালতেও এনকাউন্টার হয়ে যাবেন। তখন বুঝবেন!

ভাইফোঁটায় ভিজবে বাংলা

প্রতিবেদন : শুরু হয়েছে তাপমাত্রার পতন। তবে শীত শুরুর আগে একদফা বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে রাজ্য। বুধবার থেকে আবহাওয়ার বদল হবে। দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতায় এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।
বৃহস্পতিবার থেকে আবার আকাশ পরিষ্কার হবে। এরপর বৃষ্টি থাকলেই ঠান্ডা আরও বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া জলীয় বাষ্পের প্রভাবেই হঠাৎ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই অকাল বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বালিশ শিবির ছাড়তেই গ্রেফতার

(প্রথম পাতার পর)

এ-প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, মামলার মেরিট নিয়ে কিছু বলব না। কিন্তু গ্রেফতারির সময় বা ঘটনাক্রম নিয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। পরেশরাম দাস যতদিন বালিশ শিবিরে ছিল, ততদিন তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে, এমন কোনও কথা শোনা যায়নি। যখনই বিবেকের তাড়নায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রাখলেন, তখনই প্রতি হিংসার গ্রেফতারির মুখে পড়তে হল তাঁকে। যখনই তিনি গদ্দারি কাটিয়ে ফিরে আসার কথা ভাবলেন, তখনই পুলিশ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রমাণ হয়ে গেল এই গদ্দারদের পিছনে আসলে পুলিশ। বদনাম, কুৎসার ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, এটাই লক্ষ্য। আসলে ওরা ভয় পায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যতক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন ততক্ষণ আপনি নিরাপদ, না হলে পুলিশি হয়রানির মুখে আপনাকে পড়তে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে গেলেই ধরব। নারী নির্যাতনের অভিযোগে যদি কাউকে ধরতে হয়, সবার আগে তো ধরতে হবে ওই চাটনকে। আসলে পুলিশ এইসব মামলা জাগিয়ে রেখেছে গদ্দারি করাতে চাপ দিতে। ভয় দেখিয়ে পুলিশকে দিয়ে এই খেলা চলছে। পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে থাকা বিধায়কদের জোর করে অন্য শিবিরে আটকে রাখার অপচেষ্টা চলছে। তারই ফলশ্রুতিতে এদিন জেলা পুলিশের বিশেষ অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে পরেশরামকে। ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৩৭৬, ৩২৩, ৪২০, ১২০বি এবং ৫০৬ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে ভবানীভবনে হাজিরাও দেন পরেশ। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সত্যের সন্ধানে

আমার বাংলা

10 November, 2026 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১০ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

শিলিগুড়িতে বাড়ছে মাদকচক্র। উৎসবের মরশুমে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে মাদক। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ-এর যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় দুই কেজি ব্রাউন সুগার

আগুনে পুড়ে ছাই শস্যের গোডাউন

প্রতিবেদন: মালদহে সোমবার সকালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। একটি শস্যের গোডাউনে আগুন লাগার জেরে সেখানে মজুত থাকা বিপুল পরিমাণ ধান, পাট, সরষে ও গম সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গোডাউন মালিকের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। এই ঘটনায় গোটা



এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এবং ব্যবসায়ী মহলে গভীর শোক ও উদ্বেগের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ গালিমপুর বাজারের ওই শস্যের গোডাউন থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা গোটা গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে সাহসিকতার সঙ্গে নিজেদের উদ্যোগে জল ঢেলে তা নেভানোর চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে খবর দেওয়া হয় চাঁচল থানা ও দমকল কেন্দ্রে।

স্নান করতে নেমে নিখোঁজ

প্রতিবেদন: মানসাই নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া এক নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে। নিখোঁজ যুবকের নাম কৌশিক দাস (২৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ কৌশিকের বাড়ি গোঁসানিমারি মাল্লিহাট এলাকায়। রবিবার বিকেলে তিনি শীতলকুচি ব্লকের



ভাঐরথানা এলাকার পূর্ব কুশামারি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মানসাই নদীতে স্নান করতে নেমেছিলেন। স্নানের সময় হঠাৎই তিনি নদীর জলে নিখোঁজ হয়ে যান। ঘটনার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জানাজানি হতেই নদীর পাড়ে বহু স্থানীয় বাসিন্দা ভিড় জমান।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশিক পরিবারের একমাত্র সন্তান এবং একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবরে পরিবারে গভীর উদ্বেগ ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা নদীতে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। যুবকের অপেক্ষায় নদীর পাড়েই দিন কাটাচ্ছেন তাঁর পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা।

উদাসীন কৃষি দফতর, ক্ষোভ বাড়ছে চাষিদের

কমছে বক্সায় কমলালেবুর ফলন চরম সঙ্কটে পড়েছেন কৃষকরা

প্রতিবেদন: বিজেপি সরকারের রাজত্বে রোজগার সঙ্কটে বক্সার কমলালেবু চাষিরা। আগে তুলনায় কমে গিয়েছে ফলন। বন দফতরের অকারণ বিধি-নিষেধে কমেছে চাষের পরিধি এর ফলে অসুবিধায় পড়েছেন চাষিরা। সমস্যার কথা কৃষি দফতরে জানানোর পরও কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে কৃষকদের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। চাষিদের বক্তব্য, মার্চ-এপ্রিল মাসে কমলা গাছে ফুল আসে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পরিণত হয়। কিন্তু এবার অক্টোবর থেকেই বক্সা পাহাড়ের বহু বাগানে কাঁচা কমলা ঝরে পড়তে শুরু করে। সমস্যা সামাল দিতে অনেকে উদ্যানপালন দফতর ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কীটনাশক ও অন্যান্য ওষুধ স্প্রে করেন। যদিও তাতে ফল ঝরে পড়া আটকানো যায়নি। চাষিদের অভিযোগ, বাগানে ১০-



১২ বছরের অনেক পুরনো গাছ রয়েছে। উদ্যান পালন দফতরের তরফ থেকে সেই গাছের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষকদের সাহায্য করা হয়। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে কমলা চাষের জন্য কোনওরকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেনি নির্দিষ্ট দফতর। এর পাশাপাশি বক্সা পাহাড়ে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দূষণ, যা এই চাষের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বক্সায় কমলালেবু চাষ করা এক চাষি দিজেন নার্জিনারির অভিযোগ, ফল পরিণত হওয়ার আগেই ঝরে গিয়েছে। ওষুধ স্প্রে করেও তা বাঁচানো যায়নি। কেন এমন হল, বুঝতে পারছেন না তিনি। কৃষি দফতরের তরফ থেকে উন্নত মানের কোনওরকম স্প্রে বা ওষুধ দেওয়া হয়নি। তাঁর মতে, ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি কম হয়েছিল। কমলাচাষি বিজয় থাপারও দাবি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও মাটির উর্বরতা হ্রাসের প্রভাব পড়েছে ফলনে। উদ্যানপালন দফতর অবশ্য এখনও ফলন বিপর্যয়ের নির্দিষ্ট কারণ জানাতে পারেনি। দফতরের আধিকারিক সুমন কর বলেন, পুরনো গাছে অনেক সময় ফলন কম হয়। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। সান্তালাবাড়ির চাষি অরুণ রাই জানান, এ বছর ফলন ভাল হয়নি। মাঝপথেই অনেক কমলা ঝরে গিয়েছে। তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ায় চাষের ক্ষতি হচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি। তাঁর দাবি, দু-একটি বাগানে সামান্য ফলন হলেও অধিকাংশ চাষিকেই লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে। লেপচাখা সংলগ্ন এলাকার চাষি পাসা ডুকপার দাবি, গত বছরের তুলনায় এবার মাত্র চার ভাগের এক ভাগ ফলন ঘরে তোলা গিয়েছে। তাঁর দুই বিঘা জমিতে অন্য বছর প্রায় ২৫ হাজার কমলা ফলত। এ বছর সেখানে এক থেকে দেড় হাজারের বেশি ফল পাওয়ার আশা নেই।

বাজির দাপটে নাজেহাল সামলাতে ব্যর্থ প্রশাসন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: উৎসবের মরশুমে সরকারি বিধিনিষেধকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রায়গঞ্জ শহরজুড়ে চলল নিষিদ্ধ শব্দবাজির অবাধ তাণ্ডব। কানফাটানো আওয়াজ, বারুদের তীব্র গন্ধ আর ধোঁয়ায় দমবন্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে গোটা শহরে। সামলাতে ব্যর্থ প্রশাসন। দীর্ঘদিন বাদে শব্দবাজির এমন বেলাগাম দাপটে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ নাগরিকরা। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে অলিগলিতে সন্ধে নামতেই শুরু হয় তীব্র শব্দের বিস্ফোরণ। আতঙ্কে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন প্রবীণ নাগরিক, শিশু ও অসুস্থ রোগীরা। বিশেষ করে হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টের রোগীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘরের ভেতর থেকেও মিলছে না স্বস্তি।



একই সঙ্গে চরম আতঙ্কে ছুটোছুটি করতে দেখা গিয়েছে পথকুকুর ও পোষ্যদের; কানফাটা আওয়াজে বাসা ছেড়ে দিশেহারা পাখিরাও।

অভিযোগ, পথচলতি সাধারণ মানুষ ও বাইকচালকদের লক্ষ্য করে বাজি ফাটানোয় বারুদের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসছে গায়ে। ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় রাস্তায় দৃশ্যমানতা কমে চলাচলে সমস্যা হচ্ছে, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

জলপাইগুড়িতে বাজির আগুন ঘটল একাধিক অগ্নিকাণ্ড

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: উৎসবের আমেজের মাঝেই শহরের ভিন্ন চার প্রান্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বাজি ফাটানোর সময় ছিটকে আসা ফুলকা বা স্ফুলিঙ্গ থেকেই এই ধারাবাহিক আগুন লাগার ঘটনাগুলি ঘটে। তবে দমকল বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে শহর।

সন্ধ্যা নামতেই শহরের মহামায়াপাড়া এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় একটি বাড়ির গ্যারেজের পেছনে দীর্ঘদিন ধরে জমিয়ে রাখা পুরোনো রিকশার টায়ারে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। দাহ্য পদার্থ হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ বাহিনী। দমকলের প্রচেষ্টায় কিছুক্ষণের



মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এর রেশ কাটতে না কাটতেই কদমতলা সংলগ্ন একটি শপিং মলের পেছনেও আগুন লাগার খবর আসে। স্থানীয়দের দাবি, বাজি থেকেই সেখানে আগুন লাগে। তবে দমকলের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আগেই তা নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।

ভক্ত সমাগমে প্রথা মেনে পূজিত হলেন ভদ্রাকালী

কনক অধিকারী, জলপাইগুড়ি: ভক্তদের বিশ্বাস ও মানত পূরণের অন্যতম পীঠস্থান ময়নাগুড়ি ব্লক সংলগ্ন মৌলানি অঞ্চলের কালিস্থান এলাকা। এখানে অবস্থিত মা ভদ্রাকালীর মন্দিরকে ঘিরে প্রতিবছর কালীপুজোর রাতে অনুষ্ঠিত হয় জমজমাট বার্ষিক উৎসব ও পূজা। দেবীর কৃপালাভ এবং মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় কেবল জলপাইগুড়ি জেলা নয়, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর



সমাগম ঘটে এই মন্দিরে।

জানা যায়, মন্দিরের অন্যতম সেবক উপেন্দ্রনাথ রায় জানান, দেবী এখানে অত্যন্ত জাগ্রত। ভক্তিভরে প্রার্থনা জানালে মা কাউকেই ফেরান না, ফলে দিন দিন এই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় বেড়েই চলেছে। কালীপুজোর রাত থেকে শুরু করে পরের দিন পর্যন্ত গোটা চত্বর মুখরিত থাকে পুণ্যার্থীদের জয়ধ্বনিতে।

৮
১০ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

10 November, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা



সাত বছরের শিশুকন্যাও ধর্ষণ থেকে নিষ্কৃতি পেল না

রাজ্যে জঙ্গলরাজ চলছে?

প্রতিবেদন : গত ৪ মে-র পর থেকেই রাজ্যে যেন অন্ধকার যুগ নেমে এসেছে। চলেছে পুরোপুরি জঙ্গলরাজ। এখানে মাত্র সাত বছরের মেয়েরও নিস্তার নেই! পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের ঘটনা। শিশুটিকে লোভ দেখিয়ে ফাঁকা জমিতে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ভয় আউট ভরসা ইন– এর এই হল সাম্প্রতিক নমুনা। শিশুটি প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। নিজের মায়ের কোলে চড়ে সে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে। বলেছে, পাড়ার এক কাকু তাকে লোভ দেখিয়ে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর মুখ বেঁধে অসভ্যগিরি করে। পরে তাকে বুড়ো বাবা নামে একজন উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শিশুটি অপরাধীকে চেনে। তার নামও বলে দেয়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই স্থানীয় মানুষজন উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অভিযুক্তকে ধরে মারধর করতে থাকেন। এতবড় ঘটনার পর পরিবারটি ন্যায় বিচারের জন্য যখন লড়াই করছে, স্থানীয় বিজেপি নেতারা ঘটনাটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করছেন যাতে বাইরের কেউ ঘটনার কথা জানতে না পারে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। চারিদিকে নিন্দার ঝড় ওঠে। সেই সঙ্গে অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তি দাবি করা হয়।



অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

পাঁচদিন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া

পুলিশ ও রেল নির্বিকার



প্রতিবেদন : পাঁচদিন হয়ে গেল রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ছেলে চন্দন ঘোষ। কান্নায় ভেঙে পড়ে এক ভিডিও বার্তায় বাবা পিন্টু ঘোষ ও মা পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে কাতর মিনতি করেছেন তাঁদের পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। ৫ তারিখ মালদহ থেকে কালীপুজোর জন্য বাড়ি ফিরতে গৌড় এক্সপ্রেসে উঠেছিল ছেলে চন্দন। বর্ধমান স্টেশনে রাত সওয়া একটা নাগাদ নেমে দুর্গাপুরে যাওয়ার ট্রেনে ওঠে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে এটুকু জানা গিয়েছে। বাবা জানান, রাত তিনটে নাগাদ বর্ধমান থেকে তালিত স্টেশনের মাঝামাঝি এক দুষ্কৃতী চন্দনের মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে। দুষ্কৃতীদর ধরতে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন চন্দনও। তারপর থেকে আর তার খোঁজ নেই। দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন বাঁকুড়ার শালতোড়াবাসী ওই পরিবার। বি এন গনিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চন্দন। বাবা জানান, মোবাইলে বারবার কল করলে প্রথমে রিং বাজছিল, এখন বন্ধ। পাশের বগিতেই চন্দনের দুই সহপাঠী ছিল। তারাই ঘটনাটি জানতে পেরে জানায়। আরপিএফ ও জিআরপি কোনও খোঁজ দিতে পারেনি। বর্ধমান থানাতেও বারবার তাঁরা গিয়েছেন। প্রবল উদ্বেগে দিন কাটছে বৃদ্ধ পিন্টু ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর।

লেনিনের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল বিজেপি



সংবাদদাতা, জিয়াগঞ্জ : সনাতনিত্বের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিজেপির অশিক্ষিত কর্মী–সমর্থকরা চারিদিকে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে। পুজোয় বিভিন্ন জায়গায় বইয়ের স্টল ভেঙেছে, পুড়িয়েছে। এবার তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়েছে লেলিনের উপর। জিয়াগঞ্জ শ্রীপথ সিংহ কলেজের সামনে লেনিনের একটি আবক্ষ মূর্তি ছিল। কিছুদিন আগে মূর্তির মাথা ভাঙা হয়েছিল। এবার গোটা অবয়বই গায়েব। বেদি আছে মূর্তি নেই! এই নিয়ে শুরু হয়েছে জেলায় রাজনৈতিক চাপানউতোর।

দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে বামেরা। স্থানীয় বিধায়ক তথা গ্রন্থাগারমন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষে দাবি, এটা বিরোধীদোর কাজ, বিজেপির বদনাম করার চেষ্টা করছে। বিজেপি বা আরএসএস কোনওভাবেই লেনিনের মূর্তিভাঙার সঙ্গে জড়িত নয়। বিজেপি ভাঙার সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, বিজেপি বিশ্ব সংস্কৃতি তো দূরের কথা, দেশের সংস্কৃতিও বোঝে না। বুঝলে এসব করত না। এগুলো বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না।

নিরাপত্তা কই! কালীপুজোর রাতেও সোনার দোকানে হানা

পুরুলিয়া



সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার সুইসা মার্কেটে ফের কালীপুজোর রাতে এক সোনার দোকানে চুরির চেষ্টা। সেই সঙ্গে কালীপুজোর রাতেও নিরাপত্তার ফাঁক নিয়ে তাঁরা সরব। বাঘমুণ্ডির সুইসা মার্কেটে ফের একই সোনার দোকানে হানা দেওয়ার ঘটনায় আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা। দুষ্কৃতীদের নিশানায় 'পিঙ্কি জুয়েলার্স'। এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে একই দোকানে দ্বিতীয়বার চুরির চেষ্টার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। দোকানের মালিক রাজু স্বর্ণকারের দাবি, দুষ্কৃতীরা দোকানের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত কোনও মূল্যবান সামগ্রী বা সোনার গয়না নিয়ে যেতে পারেনি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সুইসা ফাঁড়ির পুলিশ। গত বছরের ডিসেম্বর মাসেও এই একই দোকানে চুরি হয়েছিল। সেবার অ্যাসবেস্টসের চাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে প্রচুর সোনা ও রুপোর সামগ্রী চুরি করে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ফের একই দোকানে চুরির চেষ্টায় সুইসা মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উৎসবের রাতেও যদি সোনার দোকান নিরাপদ না থাকে, তাহলে বাজারের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা মজবুত, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

ভাইফোঁটার আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের



সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ভাইফোঁটার আনন্দের আবহের আগেই পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের। নাম অরিজিৎ সাহা (৩৭)। দুর্গাপুরের বেনাচিতির শ্রীনগরপল্লীর বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অরিজিৎ দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার দিক থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সিটি সেন্টারের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিয়ালা কালীমন্দিরের সামনে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারেন। ধাক্কার জেরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কের উপরেই পড়েছিলেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ভাইফোঁটার আগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার ও পরিচিত মহলে।

মণ্ডপে সমাজ সচেতনতার বার্তা দিয়ে পুরস্কৃত

প্রতিবেদন : বরানগর ঘোষপাড়া সম্মিলনীর কালীপুজো সমাজ সচেতনামূলক কাজের জন্য পুরস্কৃত হল। তাদের বিষয় ছিল: প্রেশার। স্কুলপড়ুয়াদের উপর লেখাপড়ার চাপ কমাতে বইপড়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই থিমে। বইপড়ার উপকারিতার কথা তুলে ধরা হয়েছে পোস্টারে, ছবিতে, মণ্ডপসজ্জায়। তারই স্বীকৃতিতে ন্যাশনাল ক্রাইম ইনটেলিজেন্স কমিশন তাদের বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। শংসাপত্রে তারা লিখেছে— 'আপনাদের মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে যেভাবে সমাজকে অভিভাবক অভিভাবিকা দ্বারা প্রভাবিত ছাত্রজীবনের গুরুত্ব এবং কিছু ক্ষেত্রে মানবিকতার ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা আপনাদের এই বিষয়টিকে ভীষণভাবে সম্মানিত করি।' ৮৩ বছরের এই পুজোর সভাপতি সুনীলকুমার সাহা হলেও যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় থাকেন স্থানীয় মহিলারা। তাঁরা সম্মানিত হয়ে খুব খুশি।



শংসাপত্র হাতে পুজো কমিটির মহিলা সদস্যরা।

বর্ধমানে চুরি যাওয়া মোবাইল ফেরত এল বাংলাদেশ থেকে



প্রতিবেদন : চোরাই মাল সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল পড়শি দেশে। আবার সেখান থেকে ফিরেও এল। বর্ধমান থেকে চুরি যাওয়া দামি মোবাইল পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশে। সেখানকার এক বাসিন্দা কিছু না জেনেই দোকান থেকে মোবাইলটি কিনেছিলেন। তারপর ভারতে চিকিৎসা করাতে এসে পুলিশের কাছে বিষয়টি জানতে পেরে সোমবার বর্ধমান থানায় গিয়ে মোবাইল ফেরত দিলেন ওই বাংলাদেশি নাগরিক। গত ৩০ জুন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বর থেকে বাঁকুড়ার পায়েল ধারার দামি মোবাইল ফোন খোয়া যায়। তিনি বর্ধমান থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে মোবাইল সেটটি কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে গিয়েছে, ফলে উদ্ধার সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকদিন আগে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। পুলিশের সাইবার সেল জানতে পারে ওই সেটটি ভারতের চেন্নাইয়ে চালু হয়েছে। পুলিশ যোগাযোগ করে জানতে পারে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা মহম্মদ আহাদ আলি নওদা জেলার 'জনি গ্যাজেট' নামে একটি দোকান থেকে ওই মোবাইল ফোনটি কেনেন।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
10 November, 2026 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১০ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

ফের বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে বাংলা। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে। দক্ষিণের অন্য জেলাতেও হবে বৃষ্টি

মেমারির ঐতিহ্যবাহী কালীগ্রাম, পুজোর পরের রাতেই পরিক্রমায় বেরোন ৪ বোন

প্রতিবেদন : কালীপুজোর পরের দিন রাত ১২টা বাজলেই গ্রামে জ্বলে ওঠে মশাল, বাজতে শুরু করে ঢাক ও কাঁসর। এখানে কাঁধে চড়ে গ্রাম পরিক্রমায় বের হন চার বোন— বড়কালী, মেজকালী, সেজকালী ও ছোটকালী। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার আমাদপুর গ্রাম। এই চার বোনের পুজো ছাড়াও সিদ্ধেশ্বরী, বুড়িমা, ডাকাতকালী, ক্ষ্যাপা মা, বামাকালী, আনন্দময়ী মা বিভিন্ন নামে আরও বহু পুজো হয় এই গ্রামে। এই গ্রামকে বলা হয় কালীগ্রাম।

মেমারির আমাদপুর এক প্রাচীন জনপদ। গ্রামে ঢুকলে প্রথমেই নজরে আসে বড়কালী। প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার বড়মা। কিছুটা এগোলেই মেজমায়ের দেখা মেলে। গ্রামে একটু ঘুরলে বাকি দুই বোনেরও দেখা পাওয়া যায়। আমাদপুরের এই পুজো ঘিরে রয়েছে নানা কাহিনি। বড়কালীর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বেহুলা নদী। কথিত আছে, এক সময়ে বণিকদের বাণিজ্য তরী যাতায়াত করত বেহুলা নদী দিয়ে। সেই সময়ে দস্যুদের কবলে পড়ে বণিকদের সর্বস্ব খোয়াতে হয়। আমাদপুরে বেহুলা নদীর ধারে ছিল মহাশ্মশান। শ্মশানে এক সাধু কালীসাধনা করতেন। বণিকরা দস্যুদের হাত থেকে বাঁচতে এই শ্মশানে কালীপুজো করতে শুরু



করেন। শোনা যায়, এর পর থেকেই দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে শুরু করেন তাঁরা। তখন থেকেই এই দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মায় গ্রামের মানুষের। মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পরে দিকে দিকে। যদিও বর্তমানে বেহুলা নদী মজে গিয়ে খালে পরিণত হয়েছে। তবু ইতিহাস এখনও উজ্জ্বল।

বড় কালীকে ঘিরেই গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে কালীপুজো। এই গ্রামে পুজো হয় ভৈরবেরও। এখানে প্রতিমা বিসর্জনও অভিনব। পুজোর পরের দিন রাতে চার বোনের যখন বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হয়, তখন গোটা গ্রাম অন্ধকারে ঢেকে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মশাল। সেই মশালের আলো আঁধারের মাঝে বেজে ওঠে ঢাক, কাঁসর। প্রতিধ্বনিত হয় জয় মা কালী ধ্বনি। আর বাঁশের মাচায় করে ভক্ত ও বেয়ারাদের কাঁধে চড়ে প্রথমে গ্রাম পরিক্রমায় বের হন বড়মা। কথিত আছে, বড়মার ছেলে ভৈরব। গ্রাম ঘুরতে বেরোনোর আগে ছেলেকে পাঠান মেজ বোনকে ডাকতে। সেই মতো ভক্তদের কাঁধে চড়ে মাসি অর্থাৎ মেজমাকে ডাকতে আসেন ভৈরব। মেজোমাসি ছেলেকে মিষ্টিমুখ করান আর তার পরেই একে একে ভক্তদের কাঁধে চড়ে গ্রাম পরিক্রমা করেন ভৈরব-সহ বাকিরা। পিছনে পিছনে যান ভক্তরা। সুবিশাল প্রতিমা কাঁধে নিয়েই লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে থাকেন ভক্তরা। দেখে মনে হয়, তাঁদের সঙ্গে নেচে উঠছেন স্বয়ং দেবীও। আর এই গ্রাম পরিক্রমা চলে প্রায় সারারাত ধরে। গ্রাম পরিক্রমা শেষে শুরু হয় বিসর্জন। কয়েকশো বছরের পুরোনো এই রীতি। আর এই দৃশ্য দেখতে পূর্ব বর্ধমান জেলা-সহ আশেপাশের জেলা থেকেও আসেন বহু মানুষ। জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা গ্রাম।

দীপাবলির রাতে জোড়া অগ্নিকাণ্ড



প্রতিবেদন : দীপাবলির রাতে জোড়া অগ্নিকাণ্ড। দুর্গাপুর ও কাঁথিতে। দুর্গাপুরের এক ডেকরেটর সংস্থায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় থানার পুলিশ ও দমকল। সোমবার ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরে বেনাচিতি অঞ্চলের গুরুদুয়ারা রোডের একটি ডেকরেটর সংস্থার গোডাউনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় থানার পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। গোডাউনে লক্ষাধিক টাকার জিনিস ছিল। আগুনে সব পুড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার রাতে কাঁথির সিএসএ মাঠে যাওয়ার রাস্তায় একটি বাইক শোরুমের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় গোডাউনটি। সেখানে মজুত রাখা ছিল বেশ কিছু নতুন বাইক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁথি থানার পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলকর্মীরা। বাজি থেকে আগুনের সূত্রপাত, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্বশুরবাড়িতে যুবকের রহস্যমৃত্যু



প্রতিবেদন : শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যুবক। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। খাবারে বিষ মিশিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতের স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম প্রশান্ত দোলুই (২৭)। বাড়ি দাসপুর থানার বসন্তপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কেশপুরে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন প্রশান্ত। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পরেই আচমকা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বিষক্রিয়ার সন্দেহে প্রথমে কেশপুরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে দাসপুরের গৌরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ সোমবার তিনি মারা যান। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বিষয়টি লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানায়। এরপর মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রীকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, প্রশান্তর খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

লালগোলায় হেরোইন উদ্ধার



প্রতিবেদন : মুর্শিদাবাদের লালগোলায় মাদক উদ্ধার। বিপুল পরিমাণ হেরোইন সঙ্গে রাখার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার তাঁকে বহরমপুর আদালতে হাজির করানো হয়। কোথা থেকে তিনি মাদক পেয়েছেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, নেপথ্যে বড় কোনও চক্র আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। জানা গেছে, ধৃতের নাম মহম্মদ মাহফুজ আলম। ৪০ বছরের ওই যুবক লালগোলা থানার অন্তর্গত ময়া এলাকার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তেঁতুলিয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল লালগোলা থানার পুলিশ। সেখানেই ধরা পড়েন যুবক। প্রথমে তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁর কাছ থেকে মোট ৩২৪ গ্রাম হেরোইন পাওয়া গিয়েছে। তাঁর মোবাইল ফোন এবং মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া মেনে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মাদক দ্রব্যও। প্রাথমিক তদন্তের পর মাদক আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় যুবকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। কোথা থেকে তা আনা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাসুদেবপুরের দক্ষিণা কালীর ইতিহাস তিন শতকের

প্রতিবেদন : একদিকে গভীর জঙ্গল, অন্যদিকে ডাকাতদলের আস্তানা। সেই নির্জন অরণ্যেই একসময় ঘট স্থাপন করে শুরু হয়েছিল মা কালীর আরাধনা। জড়িয়ে রয়েছে ডাকাত সর্দারের অলৌকিকভাবে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনিও। পরবর্তীতে জমিদার পরিবারের হাত ঘুরে সেই পুজোর দায়িত্ব এসে পড়ে স্থানীয় গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষদের হাতে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে তিন শতাব্দীরও বেশি সময়। কিন্তু আজও অটুট রয়েছে সেই প্রাচীন পুজোর ঐতিহ্য ও পারিবারিক পরম্পরা। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর-২ ব্লকের বাসুদেবপুর গ্রামের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের দক্ষিণা কালীপুজো আজও বহন করে চলেছে ইতিহাস, লোককথা ও বিশ্বাসের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী, প্রায় ৩০০ বছর আগে বাসুদেবপুর গ্রাম ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। সেই জঙ্গলেই ডেরা বেঁধেছিল একদল ডাকাত। ডাকাত দলের সর্দার-সহ সদস্যরা অরণ্যের মধ্যে ঘট স্থাপন করে নিয়মিত মা কালীর সাধনা করতেন। সেই থেকেই এই পুজোর সূচনা। কথিত রয়েছে, একদিন হঠাৎই অচেতন হয়ে পড়েন ডাকাত দলের সর্দার। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও তাঁর জ্ঞান ফেরাতে পারেননি সঙ্গীরা। শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছে পশু বলি দেওয়ার পর প্রতিমার মুখ স্পর্শ করা রক্ত সর্দারের মুখে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, এরপরেই অলৌকিকভাবে জ্ঞান ফিরে আসে তাঁর। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দেবীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।



পরবর্তীতে এই পুজো ডাকাত কালীর পুজো হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে। কালের নিয়মে ওই ডাকাত দলের অস্তিত্ব মুছে গেলেও এখনও বন্ধ হয়নি দেবীর আরাধনা। লোকমুখে প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী, পরবর্তীকালে বর্ধমানের জমিদার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে এই পুজোর দায়িত্ব আসে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি নতুন করে সাড়ম্বরে পুজো শুরু করেন। বাসুদেবপুরের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষদের উপর নিত্যপুজো ও দেবীর আরাধনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু তিনশো বছরের পুরনো এই পুজোর ধারাবাহিকতায় কোনও ছেদ পড়েনি। পরিবারের বর্তমান সদস্যরাই নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। এবারও সেই নিষ্ঠা নিয়ে সমস্ত পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এই কালীপুজোর বিশেষত্ব শুধু তার ইতিহাসেই নয়, পুজোর প্রস্তুতির মধ্যেও রয়েছে এক স্বতন্ত্র রীতি। লক্ষ্মীপুজো শেষ হওয়ার পর দেবী লক্ষ্মীর বিসর্জন দেওয়া হয়। এরপর সেই একই কাঠ ও বাঁশের কাঠামো ব্যবহার করে তৈরি করা হয় মা দক্ষিণা কালীর মৃন্ময়ী প্রতিমা। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে যথাযথ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় দেবীর আরাধনা। বাসুদেবপুরের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের এই কালীপুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এলাকার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিলও বটে। ডাকাতদের সাধনা, জমিদারি আমলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বংশপরম্পরায় পুজোর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বেঁচে রয়েছে এই ঐতিহ্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় আজও সমানভাবে পূজিত হয়ে আসছেন বাসুদেবপুরের দক্ষিণা কালী।

দিল্লি দরবার

জাগোবাংলা

আনন্দের পরিণতি মৃত্যু। বোতলে রকেট বাজি রেখে সলতেতে আগুন দিয়েছিল ১০ বছরের শিশু ঋষি। বাজিটি না উড়ে গোঁত্তা খেয়ে সোজা গিয়ে ফাটল তার বুকে। হাসপাতালেই সব শেষ। দিল্লির নারেলার ঘটনা

আলোর উৎসবে মৃত্যুর আঁধার

মধ্যপ্রদেশে দুটি অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত্যু ১২ জনের

ভোপাল : আলোর উৎসবে মৃত্যুর অন্ধকার। দীপাবলির রাতেই মধ্যপ্রদেশে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড। প্রাণ হারালেন দুই পরিবারের ১২ জন সদস্য। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দু'মাসের এক শিশু, নাবালক এবং প্রবীণরাও। দুটি পৃথক ঘটনায় কাটনি ও সিওনি জেলায় দুটি বাড়িতে আগুন লেগে নিভিয়ে দিয়েছে আনন্দের দীপ। পাশাপাশি, ছতরপুর জেলায় বাজির কারণেই একাধিক দুর্ঘটনায় অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। সারারাত ধরে উপচে পড়েছে বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল।

প্রথম অগ্নিকাণ্ড কাটনি জেলার বরহি শহরে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীপাবলির রাতে মধ্যরাত নাগাদ একটি তিনতলা বাড়ির একতলায় থাকা বাসনপত্রের দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে উপরের তলাগুলিতে। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা বাড়ি। সেই সময়ে বাড়ির উপরের তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন অগ্রবাল পরিবারের সদস্যেরা। আগুন লাগার পর পরিবারের দু'জন কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে আসতে



পারলেও বাকিরা ভিতরে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। রাতভর চলে আগুন নেভানো এবং আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধারের চেষ্টা। ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ ৭৭ বছরের পূরণ অগ্রবালকে উদ্ধার করা হয়। পরে সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ জেসিবি দিয়ে বাড়ির দেওয়াল ভেঙে আরও পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন পূরণের স্ত্রী চন্দ্রকলা (৭৪), পুত্রবধূ পুনম (৩৫), আর্য (১৪), অন্বী (৬) এবং মাত্র দু'মাসের এক শিশু।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বীরেন্দ্র নারভে জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রদীপের শিখা অথবা শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগুন লাগার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে, দমকলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বরহি ও বিজয়রাঘবগড় থেকে আসা দমকলের দুটি ইঞ্জিনের পাইপ ফাটা এবং ত্রুটিপূর্ণ ছিল। পরে কৈমোর ও কাটনি পুরসভার দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে সিওনি জেলার ছপারা শহরের মহাবীর ওয়ার্ডে, একটি জৈন মন্দিরের কাছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, রাত ৩টে থেকে ভোর সাড়ে ৪টের মধ্যে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কুন্দনলাল সোনির বাড়িতে আগুন লাগে। সেই সময়ে বাড়ির ভিতরে ঘুমিয়ে ছিলেন মোট ১০ জন। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় তাঁদের বেরিয়ে আসার সুযোগ প্রায় ছিল না। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছ'জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৭৫ বছরের কুন্দনলাল সোনি, তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী সোনি (৬৫), ঋতু সোনি (৪২), স্মৃতি সোনি (৪০), সূর্য সোনি (৪৫) এবং আদিত্য সোনি (১৬)। অন্যদিকে, দুই নাবালক-সহ চারজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। লখনাউদনের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অপূর্ব ভলাবী জানিয়েছেন, আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, দীপাবলির রাতে ছতরপুর জেলাতেও বাজি সংক্রান্ত একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাজির ফুলকি থেকে আগুন লাগা-সহ বিভিন্ন ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ৩৫ জন। দীপাবলির রাতে পর পর দুটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড এবং প্রাণহানির ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লাগাতার সংঘর্ষে পরিবর্তন জনসংখ্যার বিন্যাসে?

হিংসাবিধ্বস্ত মণিপুরে জনগণনা স্থগিত রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের

ইম্ফল: হিংসাবিধ্বস্ত মণিপুরে জনগণনা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৭ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে,জাতিগত হিংসা এবং তার জেরে উদ্ভূত বাস্তুচ্যুতির মতো গুরুতর পরিস্থিতি মাথায় রেখে পুনর্বিবেচনা করতে হবে পুরো বিষয়টা। লক্ষণীয়, মণিপুরের জনগণনার প্রথম পর্যায় অর্থাৎ হাউজ-লিস্টিং বা গৃহতালিকা তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। গত ৫ সেপ্টেম্বর এ-বিষয়ে জারি করা হয়েছে একটি বিজ্ঞপ্তি। ফলে থমকে দাঁড়িয়েছিল মণিপুর রাজ্যে ঘরবাড়ি এবং প্রতিটি পরিবারের বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করার কাজ। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিকতম সরকারি পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, মণিপুরে লাগাতার হিংসার পরিণতিতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩০৬ জনের। এখনও কোনও খোঁজ নেই ৪৯ জনের। গৃহহারা হয়েছেন ৫৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে অন্তত ৭৯০০ বাড়ি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্তর তালিকায় কমপক্ষে আরও ২৬০০ বসতবাড়ি। এখনও বহু পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে রিলিফ ক্যাম্পই।

এবারে মণিপুর হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনারকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে, আবেদনকারীর পেশ করা সমস্ত স্মারকলিপি এবং আবেদন বিবেচনা করতে হবে গুরুত্ব সহকারে। তারই ভিত্তিতে যথাযথ নির্দেশিকা জারি করতে হবে সুনির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে। আবেদনকারীদের যুক্তি, একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনায় বহু



বাড়িঘর ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মণিপুরে। বহু মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া। চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন কোথাও না কোথাও। অনেক রাস্তাঘাটও রুদ্ধ। তা হলে এই অবস্থায় সঠিক এবং নির্ভুল জনগণনা কি আদৌ সম্ভব? একপ্রকার অসম্ভব। এখানেই শেষ নয়, আবেদনকারিদের উদ্বেগের আরও একটি কারণ, লাগাতার সংঘর্ষের জেরে জনসংখ্যার বিন্যাসে পরিবর্তন। পাশাপাশি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাও বাড়াচ্ছে উদ্বেগ।

এই যুক্তি সামনে রেখেই আবেদনকারীদের দাবি ছিল, জনগণনা শুরু করার আগে দুর্গম পাহাড়ের লোকালয়ে নতুন করে গণনা করা হোক জনসংখ্যা। সেরে ফেলা হোক ডিমিলিমিটেশন বা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়াও। এন আর সি প্রসঙ্গও উঠে এসেছে আবেদনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে বিষয়টি নিয়ে তা হল, হিংসাত্মক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে বেশ কিছু মানুষ। অনুমতি ছাড়াই নিজেদের মতো করে নতুন গ্রাম গড়ে নিয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, কিছু বাংলাদেশি অভিবাসী মণিপুরে অনুপ্রবেশ করে স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে পেতে ফেলেছে ঘর-সংসারও।

রাহুলের ঝটিকা সফর

হিংসাবিধ্বস্ত মণিপুরের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবার সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সামনের ২৬ নভেম্বরই তিনি পৌঁছে যেতে পারেন মণিপুরে। একদিনের ঝটিকা সফরে। কথা বলতে পারেন স্বজনহারা এবং ঘরছাড়া পরিবারগুলোর সঙ্গে। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, ইম্ফলে নেমে চূড়াচাঁদপুর যেতে পারেন রাহুল।

একঘেয়েমি কাটাতে 'ওয়ার্ক ফ্রম পার্ক'

হায়দরাবাদ: অভিনব উদ্যোগ! দেশের মধ্যে এই প্রথম। ওয়ার্ক ফ্রম হোম নয়, অফিস কিংবা বাড়ির একঘেয়েমি কাটাতে এবার 'ওয়ার্ক ফ্রম পার্ক'। উদ্যোক্তা সাইবারাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। বাড়ি বা অফিসের চার দেওয়ালের বাইরে অত্যাধুনিক কর্মক্ষেত্রের যাবতীয় সুযোগ মিলবে সবুজের মাঝে। বিনাখরচে ওয়াই-ফাই, ক্যাফেটেরিয়া, কো-ওয়ার্কিং স্পেস, মিটিং হল—কী চাই! সঙ্গে অবশ্যই মুক্ত বাতাস। তথ্য-প্রযুক্তি কর্মী থেকে শুরু করে, মিডিয়া, ব্যবসায়ী, স্টার্ট-আপ সংস্থার কর্মী, ফ্রিলান্সার— সবার জন্য অবারিত দ্বার।

দেশে প্রথম হায়দরাবাদে



১ জানুয়ারি থেকেই বাস্তবায়নের পথে এই অভিনব প্রকল্প। প্রথমে প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে দুটি পার্ক। তারপরে দ্রুত সেজে উঠবে আরও ২৮টি পার্ক। সবমিলিয়ে শহরের মোট ৩০টি পার্কেই পাওয়া যাবে কাজের অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। সেরিলিঙ্গম পল্লিজোনে মাজিদবন্দা মাধব হিলস কলোনি ১.৫ একর জমির উপরে একটি পার্ক এবং কুকুটপল্লি জোনের মাধাপুরে এক একর জমির উপরে তৈরি হচ্ছে আর একটি পার্ক। বড় বড় গাছের ছায়ায় শান্ত পরিবেশে থাকছে আরাম-চেয়ার এবং কো-ওয়ার্কিং বসার জায়গা। বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য চার্জিং ব্যবস্থা ছাড়াও নিরাপত্তার জন্য থাকছে সিসিটিভির নজরদারিও।

দীপাবলির দিল্লিতে গোপন করা হচ্ছে দূষণের ভয়াবহতা

নয়াদিল্লি: আলোর উৎসবের নেপথ্যের ছবিটা সত্যিই ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সোমবার দিল্লির বাতাসের গড় গুণমান সূচক ৫ বছরে সর্বোচ্চ। পার হয়ে গিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সীমা। ৪০০ ছাড়িয়ে মারাত্মক পর্যায়ে। বিপজ্জনক মাত্রার আড়াই গুণ সূচক। দীপাবলির রাতে দিল্লির দূষণের আসল ভয়াবহ তথ্য বিজেপি সরকার গোপন করছে বলে অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। অভিযোগ, অনেক জায়গাতেই মনিটরিং স্ক্রিন বন্ধ করে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েছে কংগ্রেস এবং আপ নেতৃত্ব। সরাসরি বলেছে, বিভিন্ন মনিটরিং স্টেশন থেকে তথ্য উধাও হয়ে গিয়েছে রহস্যজনকভাবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে কোনও মিলই নেই নিরপেক্ষ সংস্থার রিডিং-এর। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের দাবি, দীপাবলির রাতে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় ৩ হাজারের গণ্ডি পার হয়ে গিয়েছিল একিউআই। দিল্লির সবুজ এবং কম দূষিত এলাকায় ২০টি নতুন মনিটরিং স্টেশন বসানো হয়েছিল। অথচ বেশি দূষণ-এলাকায় মনিটরিং স্টেশনের আশপাশে জল স্প্রে করে কৃত্রিমভাবে দূষণের মাত্রা কম দেখানো হয়েছিল।

কমল ক্যানসার ওষুধের দাম

নয়াদিল্লি: দেশজুড়ে ১৩৬৪টি ক্যানসাররোধী ওষুধের দাম কমানো হল। সোমবার, ৯ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে ওষুধগুলির সংশোধিত খুচরো মূল্য। কোনও কোনও ওষুধের দাম কমেছে ৯৬.৪৫ শতাংশ পর্যন্ত। কেন্দ্রের দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে বছরে প্রায় ৩৫৪০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে সাধারণ মানুষের। কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রকের অধীন ফার্মাসিউটিক্যালস দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৬৭৯টি ব্র্যান্ডের ক্যানসারের ওষুধের দাম ৫০ শতাংশের বেশি কমেছে। ৮৫টি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ১২১টি ওষুধের মোট ১৩৬৪টি ফর্মুলেশনের সংশোধিত এমআরপি জমা দিয়েছে।

জাগোবাংলা
দেশ বিদেশ
১১
১০ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার
10 November, 2026 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

মিশরের কায়রোর দক্ষিণে দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। আহত ১০০-রও বেশি যাত্রী। নিহতদের মধ্যে একটি ট্রেনের চালকও রয়েছেন। কায়রো থেকে ৫২ কিমি দক্ষিণে গিজা প্রদেশের আল-আয়াত এলাকায় দুর্ঘটনা

ডিজিটাল ব্যাঙ্কের পতনে প্যারাগুয়েতে বেনজির সঙ্কট, প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা গৃহবন্দি

আর্থিক কেলেঙ্কারির জেরে তীব্র রাজনৈতিক সংকট

আসুনসিওন: অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির জেরে রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে গোটা দেশ। একটি দ্রুত সম্প্রসারিত ডিজিটাল ব্যাঙ্কের পতন ঘিরে নজিরবিহীন আর্থিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়ে। সেদেশের প্রায় ৬৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৩০ লক্ষ মানুষই এই ব্যাঙ্কের গ্রাহক ছিলেন। ব্যাঙ্কের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ তুলতে পারছেন না। বিপন্ন হয়েছে কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের সরকারি তহবিলও। এই সঙ্কটের জেরে ক্ষমতা হারিয়েছেন প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা। সেনেটে অভিশংসিত বা ইমপিচড হওয়ার পর তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পেদ্রো আলিয়ানা।

এই সঙ্কটের কেন্দ্রে রয়েছে ইউএনও ব্যাঙ্ক। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী গ্রুপো ভাসকেজের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ডিজিটাল ব্যাঙ্কটি গত কয়েক বছরে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়ে প্যারাগুয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক অনিয়ম, ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ প্রদান এবং মূলধনের ঘাটতির অভিযোগ সামনে আসার পর গত ৩ নভেম্বর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউএনও ব্যাঙ্কের গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ। ব্যাঙ্কটি প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ডলারের সরকারি অর্থ পরিচালনা করত। এর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পেনশন সংস্থার আমানতও ছিল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় পেনশন ও স্বাস্থ্য তহবিলের প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্কটিতে জমা ও বিনিয়োগ করা ছিল। প্রায় ৩২ হাজার অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশন পেতেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তদন্তে দেখা যায়, ইউএনও-র সম্পদের গুণমান এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা রয়েছে। অভিযোগ, পর্যাপ্ত জামানত ছাড়াই ব্যাঙ্কটির মালিকানাধীন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকে বিপুল ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এমনকী আইন নির্ধারিত ঋণসীমাও অতিক্রম করা হয়েছিল। হিসাব সংশোধনের পর ব্যাঙ্কের মূলধন আইনত নির্ধারিত ন্যূনতম স্তরের অর্ধেকের নিচে নেমে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের জন্য রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি তহবিল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাঙ্কের পতন দ্রুত রাজনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হয় প্রেসিডেন্ট পেনার সঙ্গে গ্রুপো ভাসকেজের সম্পর্কের কারণে। পেনা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আইএমএফ) প্রাক্তন কর্মী এবং দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। ২০২৩ সালের অগাস্টে তিনি প্রেসিডেন্ট হন। রয়টার্স ও এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগে গ্রুপো ভাসকেজে তাঁর অংশীদারিত্ব ছিল। যদিও পেনার দাবি, ২০২৫ সালের মার্চে তিনি সেই অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরাসরি তাঁর কোনও বিনিয়োগ ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে ইউএনও-র ব্যবসা সম্প্রসারণে সাহায্য করেছিলেন পেনা। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গভর্নর কার্লোস কারভাল্লোও। তিনি আগে ফিনানসিয়েরা ইউএনও-র প্রধান ছিলেন। পরে পেনাই তাঁকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইউএনও-র আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর ৩ নভেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন। রাজধানী আসুনসিওনে আমানতকারীদের বিক্ষোভের মধ্যে ৪ নভেম্বর বিরোধীরা পেনার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট বা অভিশংসনের প্রস্তাব আনে। ৫ নভেম্বর পেনা পদত্যাগের ঘোষণা করলেও আইনপ্রণেতারা তা গ্রহণ করেননি। বিরোধীদের আশঙ্কা ছিল, পদত্যাগ করলে তিনি আজীবন সেনেট সদস্য হওয়ার পাশাপাশি সংসদীয় দায়মুক্তির সুবিধা পেতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ৬ নভেম্বর সেনেট সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে অভিশংসিত করে। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও সরকারি পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অভিশংসনের পর পেনাকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিগুয়েল ভাসকেজ ও প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল গুস্তালে-সহ ছয় শীর্ষ আধিকারিককে বিচার চলাকালীন জেলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোট ২৭ জন ব্যাঙ্ক আধিকারিক ও সহযোগীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন তদন্তকারীরা। নতুন প্রেসিডেন্ট আলিয়ানার বিরুদ্ধেও ব্যাঙ্কটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ উঠেছে। তিনিও অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ফলে পেনার বিদায়েও সঙ্কটের অবসান হয়নি। বরং একটি ডিজিটাল ব্যাঙ্কের পতন প্যারাগুয়ের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কর্পোরেট স্বার্থের সম্পর্ক নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রাক্তন অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন এই সংকটকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

দেশে ফিরতে পাসপোর্ট আর পরিচয়পত্রের আবেদন হাসিনার



নয়াদিল্লি: ডিসেম্বরে দেশে ফেরার আগে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সোমবার নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনের অফিসের কাছে আবেদন করেছেন। তাঁর হয়ে লন্ডনের একটি ল-ফার্ম বাংলাদেশ হাই কমিশনের কাছে তাঁর দেশে ফেরার জরুরি নথিপত্র চেয়েছে। এদিকে গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির ঢাকায় জানান, শেখ হাসিনাকে পাসপোর্ট ফেরানো হবে না। দেওয়া হবে না কোন ট্রাভেল ডকুমেন্ট। তাঁকে একজন ফেরার আসামি হিসেবে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের হাতে সমর্পণ করলে তবেই তিনি দেশে ফিরতে পারবেন। রবিবার একই সুর শোনা গিয়েছে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের বক্তব্যেও।

২০২৪-এর ৫ অগস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে দিল্লিতে আসার পর এই প্রথম শেখ হাসিনার তরফে বাংলাদেশ সরকারের কাছে কোনও লিখিত আবেদন করা হল। হাসিনা ভারতে আসার কয়েকদিন পর মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্ট এবং জাতীয় নাগরিক পরিচয় পত্রটি বাতিল করে দেয়।

ক্ষমতার সমীকরণ বদলে যেতেই ডেমোক্র্যাটদের নিশানায় ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠরা

ওয়াশিংটন: আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে সেনেট ও হাউস দুই কক্ষেই পর্যুদস্ত হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। মার্কিন কংগ্রেসে ক্ষমতার সমীকরণ বদলাতেই চাপে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মধ্যবর্তী নির্বাচনে দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ার পরেই প্রেসিডেন্টের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ মহলের বিরুদ্ধে তদন্তে নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে খবর। আর সেই তদন্তের তালিকায় সবার আগে উঠে আসছে ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের নাম। শুধু কুশনার নন, ট্রাম্পের পরিবারের একাধিক সদস্য, ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং প্রশাসনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আর্থিক লেনদেনও খতিয়ে দেখতে চান ডেমোক্র্যাট নেতারা।

মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তদন্তের স্বার্থে সমন জারি করে কাউকে হাজির হতে কিংবা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বাধ্য করতে পারে সংশ্লিষ্ট কমিটি। সেই ক্ষমতাকেই এবার কাজে লাগাতে চাইছে ডেমোক্র্যাট শিবির। হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির প্রতিনিধি জেমি রাসকিন এবং হাউস ওভারসাইট কমিটির প্রতিনিধি রবার্ট গার্সিয়া স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে তদন্ত তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। গার্সিয়ার কথায়, ট্রাম্পের পরিবারের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়মের অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে। যদিও প্রেসিডেন্ট নিজে এই তদন্তের সরাসরি আওতায় থাকছেন না। অন্যদিকে, নির্বাচনে ধাক্কা খেয়ে রিপাবলিকান শিবিরের একাংশের মধ্যেও ট্রাম্পের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ফলে তদন্তে তাঁদের সমর্থন পাওয়ার আশাও করছেন ডেমোক্র্যাটরা।

ডেমোক্র্যাটদের মূল প্রশ্ন, সরকারি কোনও পদে না থেকেও কীভাবে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ বিদেশনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন ট্রাম্পের জামাতা



কুশনার? পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, একাধিক কূটনৈতিক বিষয়ে প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করছেন ট্রাম্পের জামাই। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সংস্থা 'অ্যাফিনিটি পার্টনার্স'-এ সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশের বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ। ডেমোক্র্যাটদের বক্তব্য, একদিকে আমেরিকার কূটনৈতিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা, অন্য দিকে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক বিনিয়োগের সুবিধা নেওয়া, দু'টি বিষয় একসঙ্গে চলতে পারে না। কুশনারকে ঘিরে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয়। গত অক্টোবরেই মার্কিন সাংবাদিক ম্যাথু কোলের একটি বইয়ের অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পত্রিকায়। সেখানে দাবি করা হয়, কুশনারের হ্যাক হওয়া ফোন থেকে কয়েকশো কোটি ডলারের গোপন আর্থিক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসের গোয়েন্দারা। পশ্চিম এশিয়ার কয়েকজন প্রভাবশালীর সঙ্গে ওই অ্যাকাউন্টগুলির যোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ। এই বিষয়টিও ডেমোক্র্যাটদের নজরে রয়েছে। যদিও কুশনারের আইনজীবীরা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এমন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তবে তদন্তের পরিধি শুধু ট্রাম্পের জামাতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠপুত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের কয়েকটি ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, চলতি বছরের গোড়ায় বাহামাসে তাঁর বিবাহ-পরবর্তী অনুষ্ঠানের কিছু খরচ বহন করেছিলেন রাশিয়ার ধনকুবের উমার ক্রেমলেভ। পুতিন-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে ট্রাম্প পরিবারের আর্থিক যোগাযোগের বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে পারেন ডেমোক্র্যাটরা। একইভাবে ট্রাম্পের আরেক জামাই মাইকেল বোলোসের ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়েও তদন্তের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর। বাদ যাবেন না ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ধনকুবের ইলন মাস্কও। সরকারি প্রকল্পে তাঁর প্রভাব কতটা ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইছেন ডেমোক্র্যাট নেতারা। পাশাপাশি, কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইন সংক্রান্ত পুরোনো নথিও নতুন করে তদন্তের আলোচনায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি আমেরিকার বাইরে ট্রাম্পের ব্যবসায়িক যোগাযোগও তদন্তের আওতায় আসতে পারে। বিশেষ করে পাকিস্তানে ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠদের বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে অনুসন্ধানে আগ্রহী ডেমোক্র্যাটরা।

টেলিস্কোপ
10 November, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

কৃত্রিম উপগ্রহ এনভিএস-০৩ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকার জিপিএস-এর উপর নির্ভরশীলতা কমানোর চেষ্টা করছে। এই স্যাটেলাইট ইসরোর সেই নির্ভরশীলতা কমাবে এবং স্বপ্নপূরণ করবে অনেকাংশেই

ডায়নোসরের বিলুপ্তিতেও পৃথিবীতে ছিল না শান্তির বাতাবরণ। কারণ ডায়নোসরদের জায়গা নিয়ে নিয়েছিল বিশালাকৃতির শিকারি পাখিরা। ঈগলশ্রেণিরই এইসব বিশালাকায় পাখিরা আজও পৃথিবীর কাছে বিস্ময় হয়ে রয়ে গেছে। লিখলেন **স্মৃতি ভৌমিক**

আকাশের দানবীয় শিকারি



দানবাকৃতির শিকারি! যে বা যারা আকাশে ডানা মেলে ধরলেই ২০ ফুট। পৃথিবীতে হিমশীতল যুগ শুরু হওয়ার আগে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আকাশে ‘রাজত্ব’ চালাত এরাই। আদিম মানবের শিশুরাও ছিল তাদের শিকার? মানুষের বিবর্তনেও এই মাংসাশী শিকারি পাখিদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাবুন, আপনি লক্ষ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আকাশের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বিশাল এক ছায়া। ক্রমশ কাছে আসছে সেই ছায়া। ডানা মেলতেই ঢেকে যাচ্ছে আকাশের একাংশ। ধারালো নখর, শক্তিশালী ঠোঁট আর শিকার ধরার ভয়ংকর ক্ষমতা—সব মিলিয়ে সে যেন আকাশের এক জীবন্ত দানব! শুধু ছোট প্রাণী নয়, সুযোগ পেলে বড় প্রাণীকেও আক্রমণ করতে পারত এই বিশাল পাখিরা। এমনকী, আদিম মানুষের পূর্বপুরুষদের জীবনেও এদের উপস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলেছিল, তা নিয়েও রয়েছে গবেষণা। কিন্তু ঠিক কতটা বড় ছিল এই পাখিরা? কত বছর আগে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব ছিল? কীভাবে শিকার করত তারা? আর কীভাবেই বা হারিয়ে গেল এই আকাশের দানবরা? সেই সব আজকে জানব।



হাস্টস ঈগল

এই বিশাল শিকারি পাখিদের মধ্যে অন্যতম ছিল নিউজিল্যান্ডের হাস্টস ঈগল। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি ছিল পৃথিবীতে অস্তিত্ব থাকা বৃহত্তম ঈগলগুলির একটি। ডানা মেললে যার বিস্তার প্রায় ২.৫ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারত। স্ত্রী পাখির ওজন ১০ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত হওয়ার অনুমান রয়েছে। কিন্তু শুধু আকার নয়, এর শিকার করার ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। শক্তিশালী পা, বাঁকানো ধারালো নখর এবং শক্ত ঠোঁটের সাহায্যে শিকারকে মুহূর্তের মধ্যে কাবু করতে পারত এই ঈগল। নিউজিল্যান্ডের বনাঞ্চল ও খোলা জায়গায় বসবাস করত তারা। তাদের প্রধান শিকার ছিল মোয়া নামের বিশালাকার উড়তে না-পারা পাখি। উঁচু জায়গা থেকে শিকারের উপর নজর রেখে আচমকাই দ্রুত গতিতে নীচে নেমে আসত। তারপর নখরের আঘাতে শিকারকে ধরাশায়ী করত। কিন্তু মানুষের আগমন, মোয়া পাখির বিলুপ্তি এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় এই ভয়ংকর ঈগলও।

টেরাটর্ন আর পেলাগোর্নিস

এবার আসা যাক টেরাটর্নের কথায়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় একসময় বাস করত এই বিশালাকার পাখি। প্রজাতিভেদে এদের ডানার বিস্তার প্রায় ৩.৫ থেকে ৪ মিটার বা তারও বেশি হতে পারত। অর্থাৎ, ডানা মেললে প্রায় ১৩ ফুটেরও বেশি! বিশাল ডানা, শক্তিশালী ঠোঁট এবং বড় শরীর ছিল এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাতাসের প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে অনেকটা সময় আকাশে ভেসে থাকতে পারত তারা। শিকারের পাশাপাশি মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়ার অভ্যাসও ছিল বলে মনে করেন গবেষকরা। তবে সব প্রজাতির খাদ্যাভ্যাস একরকম ছিল না। আরও বিস্ময়কর নাম পেলাগোর্নিস স্যান্ডারসি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সামুদ্রিক পাখির ডানার বিস্তার ছিল প্রায় ৬ থেকে ৭ মিটার, অর্থাৎ ২০ ফুটেরও বেশি বলে গবেষকদের অনুমান। ভাবতে পারেন, একটি পাখির ডানা মেললে প্রায় একটি ছোট ঘরের দৈর্ঘ্যের সমান হয়ে যেতে পারে! এদের ঠোঁটের দু’পাশে দাঁতের মতো দেখতে বিশেষ হাড়ের গঠন ছিল। যদিও সেগুলি প্রকৃত দাঁত নয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে দীর্ঘ সময় উড়ে বেড়াত এই পাখি। বাতাসের প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ডানা না ঝাপটিয়েও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে পারত। সমুদ্রের উপর থেকে মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ধরে খেত বলে মনে করা হয়।

শিকারের ধরন

তবে প্রশ্ন হল, এত বড় বড় পাখি কীভাবে শিকার করত? শিকারি ঈগলরা সাধারণত উঁচু জায়গা থেকে শিকারের গতিবিধি লক্ষ্য করত। সুযোগ বুঝে দ্রুত নীচে নেমে এসে ধারালো নখরের সাহায্যে আক্রমণ করত। তাদের শক্তিশালী পা শিকারকে ধরে রাখতে সাহায্য করত। অন্যদিকে, পেলাগোর্নিসের মতো সামুদ্রিক পাখিরা সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে মাছের সন্ধান করত। আবার টেরাটর্নদের মতো কিছু পাখি আকাশে ভেসে বেড়ানোর পাশাপাশি মৃত প্রাণীর মাংসও খেত বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ, আকারে বিশাল হলেও প্রত্যেকের শিকার করার কৌশল এবং জীবনযাত্রা ছিল আলাদা।

এই গল্পের সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশটি রয়েছে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার তাউং এলাকায় আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি আদিম মানবশিশুর জীবাশ্ম। শিশুটি ছিল অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস প্রজাতির। বয়স আনুমানিক ২ থেকে ৩ বছর। গবেষকদের একাংশের ধারণা, শিশুটির খুলিতে পাওয়া কিছু চিহ্ন কোনও বড় শিকারি পাখির আক্রমণের ইঙ্গিত দিতে পারে। যদিও ঠিক কোন পাখি এই শিশুটিকে আক্রমণ করেছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

এই আবিষ্কার থেকেই নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, আদিম মানুষের পূর্বপুরুষদের জীবনেও কি বড় শিকারি পাখিরা বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল? এমন শিকারিদের হাত থেকে বাঁচতে হয়তো তাদের আরও সতর্ক থাকতে হত, দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করতে হত এবং আশপাশের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হত। তবে মানুষের সোজা হয়ে হাঁটা কিংবা ভাষার বিকাশের পিছনে এই পাখিদের সরাসরি ভূমিকা ছিল, এমন কোনও নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও নেই।

সময় বদলেছে, বদলেছে পৃথিবীর পরিবেশ। জলবায়ুর পরিবর্তন, বাসস্থানের সংকোচন, খাদ্যের অভাব এবং মানুষের আগমন—বিভিন্ন কারণে একে একে হারিয়ে গিয়েছে এই বিশাল পাখিদের অনেক প্রজাতি। আজ তাদের অস্তিত্বের কথা জানা যায় মূলত জীবাশ্ম, হাড়গোড় এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে।

একসময় যে আকাশে ডানা মেললেই তৈরি হত বিশাল ছায়া, আজ সেই আকাশেই উড়ে বেড়ায় ছোট-বড় নানা পাখি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিশালাকার পাখিদের অস্তিত্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বিবর্তনের পথ কখনও সহজ ছিল না। প্রকৃতির নিয়মে কেউ টিকে থেকেছে, কেউ হারিয়ে গিয়েছে। আর সেই হারিয়ে যাওয়া প্রজাতিদের গল্পের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবী এবং মানুষের অস্তিত্বের বহু অজানা অধ্যায়।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ



যুব অলিম্পিকে ১০০ মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ জিতে নজির ভারতের শৌর্যা অম্বুরের

মাঠে ময়দানে

10 November, 2026 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



বৃষ্টিতে সেডন পার্কে ইন্ডোরে প্রস্তুতি। স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় ফুরফুরে বিরাট কোহলি।



অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে প্যাট্রিক ডরগুর শেষ মুহূর্তের গোলে সমতা, উচ্ছ্বাস ম্যান ইউয়ের।



বিশ্বকাপের নায়ক ভোজিনহা জিতলেন চিলির লিগ খেতাব।



দিওয়ালিতে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে খোশমেজাজে মহেন্দ্র সিং ধোনি।



অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে উচ্ছ্বাস বার্সেলোনার ফুটবলারদের।



হ্যামিল্টনে তখন বৃষ্টিতে অনুশীলন বন্ধ, ইন্ডোরে যাওয়ার আগে ফুরফুরে মেজাজে ঈশান, অক্ষররা।



ফর্মুলা ওয়ান তারকা লুইস হ্যামিল্টন জার্সি উপহার দিলেন নেইমারকে।



মায়ামিতে চিত্রসাংবাদিকের ক্যামেরার লেন্সের সামনে লিও মেসি।

মাঠে ময়দানে

10 November, 2026 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

দাবার জন্য চাকরির প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন ২২ বছরের কাটনির যুবক দেশের শততম গ্র্যান্ড মাস্টার অনুজ শ্রীবত্রী



ব্যালন প্রাপ্য ছিল এমবাপের : জিদান

প্যারিস, ৯ নভেম্বর : কিলিয়ান এমবাপেরই ব্যালন ডি'অর বেশি প্রাপ্য ছিল। জানালেন ফ্রান্সের কোচ জিনেদিন জিদান।



লন্ডনের ব্যালন অনুষ্ঠানে শেষপর্যন্ত সেরা ফুটবলারের পুরস্কার উঠেছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনের হাতে। যিনি বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলেন। জিদান বলেছেন, ব্যালন এমন একটা বিষয় যেখানে সবারই পছন্দের ফুটবলার নিয়ে মতামত থাকে। চায় তার পছন্দের প্লেয়ার এটা জিতুক। এমবাপে দ্বিতীয় হয়েছে। আমাদের এটা মেনে নিতে হবে। এতে এমবাপে হতাশ হয়েছে। ওর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল এই পুরস্কার ওর প্রাপ্য।

অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে জিদান এরপর যোগ করেন, এমবাপে যে আবার ফ্রান্সের জার্সি গায়ে তুলে খুশি হবে তাতে আমি নিশ্চিত। কোচ হিসাবে আমার প্রথম ম্যাচে ও গোল করেছে। কিন্তু তারপর চোট পেল। কিন্তু তারপরও ও কিন্তু দলের সঙ্গে থেকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। দল নিয়ে বলতে গিয়ে ফ্রান্স কোচ ডিজায়ার ডোয়ের নাম আলাদা করে বলেছেন। জানান তার দিকে নজর রাখতে হবে। জিদান বলেন, আমি ওর সাহসী খেলায় খুশি।

ফ্রান্স ব্রেকের পর আবার নেশনস লিগে নামবে। আশা করা যাচ্ছে জিদান এবার পুরো দল নিয়ে নামতে পারবেন। যার অর্থ, দলে পাবেন অধিনায়ক এমবাপেকে।

দূষণের কোপ চেন্নাই ওপেনে

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : দীপাবলির তীব্র আতশবাজির ধোঁয়া এবং আকস্মিক বৃষ্টির জেরে স্তব্ধ হয়ে গেল চেন্নাই ওপেন। থমকে গেল এই টেনিস টুর্নামেন্টটির জমকালো সমাপ্তি। গত রবিবার সন্ধ্যায় টুর্নামেন্টের বহুপ্রতীক্ষিত মহিলাদের একক ফাইনাল ম্যাচটি পরিবেশগত প্রতিকূলতার কারণে স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। যেখানে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই ইন্দোনেশিয়ার জেনিস তিয়েন এবং পোল্যান্ডের মাগডা লিনেটের। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুরুতেই বিঘ্ন ঘটায় বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টির মাত্রা কমলেও খেলা শুরুর পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় শহরের দীপাবলি উৎসব। স্টেডিয়াম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে ব্যাপক বাজি পোড়ানোর ফলে পুরো কোর্ট ঘন ধোঁয়াশা এবং বিষাক্ত বাতাসে ঢেকে যায়। এর ফলে কোর্টের দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কমে যায় এবং বায়ুদূষণের মাত্রা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যায়। ডব্লিউটিএ কর্মকর্তা ও টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ বৈঠকের পর জানানো হয় যে, এই চরম অস্বাস্থ্যকর এবং কম দৃশ্যমানতার মধ্যে খেলা চালিয়ে যাওয়া খেলোয়াড়দের শারীরিক সুরক্ষার জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে ম্যাচটি স্থগিত করা হয়। তবে আজ একক ও ডালবস দুই বিভাগেরই ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ডাবলসে ভারতের বৈষ্ণবী আদকার এবং ঋতুজা ভোসলে জুটি সরাসরি সেটে পরাজিত হন।



চেক ম্যাচে স্পেন পাবে না ইয়ামালকে

বার্সেলোনা, ৯ নভেম্বর : সোমবার থেকে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক শুরু হচ্ছে। এবার ফের শুরু হবে উয়েফার নেশনস লিগের পরের দুটি ম্যাচ। গ্রুপ স্টেজ শেষ হবে এই দুটি ম্যাচ দিয়ে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন এই দুই ম্যাচের প্রথমটিতে মুখোমুখি হবে চেক প্রজাতন্ত্রের। পরের ম্যাচে তারা খেলবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। কিন্তু স্পেন কোচ ফুয়েন্তে চেক ম্যাচে তাঁর প্রধান অস্ত্র লামিনে ইয়ামালকে পাবেন না। রবিবার তিনি অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে পুরো ম্যাচ খেলেছিলেন। তাহলে কি হল? তিনি হাঁটুতে অস্বস্তি বোধ করছেন। তাই চেক ম্যাচে তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি নেওয়া হবে না। স্পেনের আরেক ফুটবলার মাইকেল ওয়ারজাবালও চেক ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তিনি রায়ো ভালকানোর সঙ্গে ম্যাচ খেলতে পারেননি জ্বর হওয়ায়। এবার জাতীয় দলের ম্যাচও মিস করবেন। লা লিগায় অনেক ম্যাচ ইয়ামাল মিস করেছেন চোট সরিয়ে উঠতে পারেননি বলে। আবার যখন রবিবারের বড় ম্যাচে ফিরলেন, ফের অস্বস্তি বোধ করলেন। স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দুই ফুটবলারই দলের সঙ্গে থাকবেন। রিহ্যাব করবেন। পরের ম্যাচ ইংল্যান্ডের সঙ্গে। তাতে তাঁরা খেলবেন। চার ম্যাচের চারটিতেই জিতে স্পেন নেশনস লিগের পরের ধাপে উঠে গিয়েছে। তাই তারকারা না খেললেও তার প্রভাব খুব বেশি দলে পড়বে না। স্পেনের মাঠে ইংল্যান্ডকে খেলতে হবে এটা একটা বড় সুবিধা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের।

নেতা সঞ্জয়

মুম্বই, ৯ নভেম্বর : ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের জন্য ২০ সদস্যের ভারতীয় হকি দলে একঝাঁক তরুণকে নিলেন ক্রেগ ফুলটন। অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে হার্দিক সিং-সহ একাধিক তারকাকে। অধিনায়ক হয়েছেন ডিফেন্ডার তালেম প্রিয়বর্ত সঞ্জয়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের সঞ্জয় ছাড়াও বিষ্ণুকান্ত সিং, অঙ্গদ বীর সিং ও আদিত্য অর্জুন লালাগে দলে সুযোগ পেয়েছেন। কোচ ফুলটন বলেছেন, এই সফরে তরুণদের অভিজ্ঞতা অর্জনই লক্ষ্য।

নিউজিল্যান্ডে ভারত সমর্থন চান খালিদ

প্রতিবেদন : পানামা, ব্রাজিল, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলার পর ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত। সোমবার ভারতীয় সময় বিকেল চারটেয় অকল্যান্ডে পৌঁছে যায় খালিদ জামিলের দল। স্থানীয় সময় তখন রাত সাড়ে ১১টা। রবিবার মাঝরাতে বেঙ্গালুরু থেকে রওনা হয়েছিল দল। কুয়ালালামপুর হয়ে অকল্যান্ড পৌঁছয় ব্লু টাইগার্স। লম্বা বিমানযাত্রায় ফুটবলারদের বেশ ক্লান্ত দেখিয়েছে। মনবীর সিং, অনিরুদ্ধ থাপারা হোটেলের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেন। ১২ নভেম্বর অকল্যান্ডে এবং ১৫ নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে দুই দল।



অকল্যান্ডে মনবীর, বিশালরা। সোমবার। সৌ: এআইএফএফ

প্রথমবার ভারতের সিনিয়র ফুটবল দল নিউজিল্যান্ডে খেলতে গিয়েছে। অকল্যান্ড বিমানবন্দর থেকে বাসে করে হোটেলে আসার পথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পেয়েছেন ডেভিড, লিস্টন কোলাসোরা। অকল্যান্ডের তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেশ কিছুটা শীতের আমেজ। ফুটবলারদের গায়ে ছিল জ্যাকেট। কোচ খালিদ বলেছেন, বিমানে খুব মসৃণ যাত্রা ছিল। ছেলেরা ফিট, ম্যাচ খেলার জন্য প্রস্তুত। প্রথমবার ভারতীয় দল এখানে এসেছে। নতুন অভিজ্ঞতা হবে আমাদের কাছে। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।

নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়া নিয়ে চিন্তা নেই ভারতের। খালিদ বলেছেন, খেলোয়াড়রা খুব ভালভাবে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দুটো ম্যাচ রয়েছে। ট্রেনিং ও প্রস্তুতিতে মনোযোগ দিতে হবে। মঙ্গলবার সকালে হোটেলে একটা সেশন হবে। তারপর স্থানীয় সময় বিকেল ৪টেয় নর্থ হারবার স্টেডিয়ামে ট্রেনিং। এরপর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় ম্যাচ ভেনু গো মিডিয়া স্টেডিয়ামে পুরোদমে ফুটবলারদের নিয়ে ট্যাক্টিক্যাল অনুশীলন করবেন খালিদ। ভারতের কোচ নিউজিল্যান্ডে স্থানীয় ভারতীয়দের আহ্বান করেছেন ম্যাচের দিন মাঠে এসে সমর্থনের জন্য। খালিদ বলেছেন, আমি জানি, নিউজিল্যান্ডে অনেক ভারতীয় সমর্থক রয়েছেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করব স্টেডিয়ামে এসে আমাদের সমর্থন করার জন্য। সমর্থন খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। মাঠে আমরা সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।

দলে ফিরলেন জেমাইমা

মুম্বই, ৯ নভেম্বর : চোট সারিয়ে দক্ষিণ সফরের জন্য ভারতীয় দলে ফিরলেন জেমাইমা রডরিগেজ। স্মৃতি মান্ধানার নেতৃত্বে তিন ফরম্যাটেই সিরিজ খেলবে ভারতীয় মহিলা দল। টেস্টে স্মৃতির ডেপুটি দীপ্তি শর্মা। টি-টোয়েন্টি দলে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন শেফালি ভার্মা। তিনটি দলেই রয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর। সোমবার বিসিসিআই সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে এশিয়া কাপ, এশিয়ান গেমস ও ঘরের মাঠে



জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলতে পারেননি জেমাইমা। তারকা ভারতীয় ব্যাটারের প্রত্যাবর্তন ছাড়া দলে কোনও চমক নেই। ৯ ডিসেম্বর সিরিজের একমাত্র টেস্ট ম্যাচহবে গেবেরহাতে। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ ১৬-২২ ডিসেম্বর যথাক্রমে পার্ল, কেপটাউন এবং ব্লমফন্টেইনে। টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে স্মৃতিদের সফর শেষ হবে। তিনটি টি-টোয়েন্টি হবে ২৬-৩০ ডিসেম্বর বেনোনি ও পোচেসস্ট্রুমে।

পদচ্যুত হওয়ার পথে উষা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (আইওএ) অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন বর্তমান সভাপতি পিটি উষা। সোমবার অনুষ্ঠিত 'স্পোর্টসপারসনস অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট' নির্বাচনে হেরে গেলেন দেশের প্রাক্তন কিংবদন্তি অ্যাথলিট। এই পরাজয়ের ফলে আইওএ-র আসন্ন কেন্দ্রীয় নির্বাচনে পুনরায় সভাপতি পদ আঁকড়ে রাখার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল তাঁর।

নির্বাচনে বাজিমাত করেছেন দেশের চার তারকা মহিলা ক্রীড়াবিদ। তাঁরা হলেন ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল, প্রখ্যাত লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জ, ভারতের প্রাক্তন মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রানি রামপাল এবং অলিম্পিয়ান তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, মোট ৮০টি ভোটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৩টি ভোট পেয়ে শীর্ষে থেকে জয়ী হয়েছেন অঞ্জু ববি জর্জ।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ



দীপাবলিতে বৃদ্ধাবাসে খাবার পরিবেশন করলেন সঞ্জু স্যামসন। তাদের সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে ছবিও তুললেন অনেক

মাঠে ময়দানে

10 November, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

খোয়াজাই ঠিক, আসরে ওয়ার্নার

মেলবোর্ন, ৯ নভেম্বর : ওসমান খোয়াজার আত্মজীবনী এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তাতে আট বছর আগের স্যান্ডপেপার গেট নিয়ে যা বক্তব্য রয়েছে তা ফের সাড়া ফেলে দিয়েছে সে বিতর্কিত অধ্যায়। কিন্তু এবার খোয়াজার বক্তব্যের পাশে দাঁড়িয়ে ডেভিড ওয়ার্নার বললেন, সত্যি সামনে আশার দরকার। তিনি বল বিকৃতি কাণ্ডে তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

নিজের বইয়ে খোয়াজা লিখেছেন, স্যান্ডপেপার-কাণ্ড সবাই জানত। দলের প্লেয়ার থেকে সাপোর্ট স্টাফ সবাই। এই নিয়ে দলে আলোচনা চলছিল কয়েকদিন ধরে। এরপর প্রশ্ন উঠেছিল খোয়াজা এতদিন বলেননি কেন? বই বিক্রি বাড়াতে? এই আবহে প্রাক্তন সতীর্থর হয়ে ব্যাট ধরেছেন ওয়ার্নার। সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে তিনি বলেছেন, এখন প্রশ্ন না তুলে সবার সত্য জানা দরকার। এত বছর পরে আমি এটা নিয়ে মুখ খুলছি। উজি (খোয়াজা), আমি তোমার পাশে আছি। তুমি একশো শতাংশ ঠিক। লোকে যাই বলুক, ওসমান ঠিক করেছে।



ওয়ার্নার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ইন্টারভিউয়ে ক্যামেরন ব্যানক্রফটের পাশেই ছিল উজি। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। এটা কেমন তদন্ত। তাই দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠছে। লোকের পদন্তের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। তাঁর নিজের জীবনে ঘটনার প্রভাব নিয়ে ওয়ার্নার বলেন, গত কয়েকদিনে মেয়েদের সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে। টিভিতে দেখার পর ওদের বোঝাতে হয়েছে, কেন আমি কাঁদছি। কেন এত ক্যামেরা। বিশেষ করে ১২ বছরের আইভিকে এটা বোঝাতে হয়েছে।

ওয়ার্নার বলেছেন, সত্যি বলার দায় থেকে তাঁকে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। খুব কঠিন ছিল এই পর্বটা। উজি তুমি একশো শতাংশ ঠিক। এই সময়ে আমাকে আর স্মিথ ও ব্যানক্রফটের পরিবারকে খুব কঠিন সময়ের মধ্যে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যিটা একদিন সামনে আশার দরকার ছিল। আমি এক্ষেত্রে উজিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

লোপেজের জোড়া গোলে জয়ী বার্সা

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ১ বার্সেলোনা ২

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের জয়ে চাপে ছিল বার্সেলোনা। আগের দিন লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট হয়ে গিয়েছিল সমান। পাশাপাশি অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মাঠে পা হড়কানোর শঙ্কা ছিলই। ম্যাচে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ায় হোঁচট খাওয়ার আতঙ্কও তৈরি হয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত বার্সার ত্রাতা হয়ে হাজির হন ফেরমিন লোপেজ। স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের জোড়া গোলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-১ গোলে অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সেই সঙ্গে গত মরশুমে হারের প্রতিশোধও। জিতে ফের গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান (৩) বাড়িয়ে নিয়েছে বার্সেলোনা। ১২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট বার্সার। সমান ম্যাচে রিয়ালের ৩০।



গোলের পর লোপেজ।

চোটের কারণে রদ্রিকে ছাড়াই নেমেছিল বার্সা। প্রথম একাদশে জায়গা পান অ্যান্থনি গর্ডন। কিন্তু মাদ্রিদে ঘরের মাঠে শুরুতে অ্যাটলেটিকোর দাপটই ছিল বেশি। ছ'মিনিটেই জুলিয়ান আলভারেজ বার্সা গোলকিপার হুয়ান গার্সিয়াকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি। ম্যাচের পর তাঁর সহজ গোল মিস নিয়ে কোচ দিয়েগো সিমিওনের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। মুহুর্মুহু আক্রমণের চাপে ১০ মিনিটে এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। আলভারেজের পাস থেকেই বল জড়ান জিউলিয়ানো সিমিওনে।

প্রথমার্ধ ঠিক শেষ হওয়ার মুহূর্তে সমতা ফেরায় বার্সেলোনা। বক্সের ভিতর লুজ বল পেয়ে চমৎকার ফিনিশিংয়ে ১-১ করেন ফেরমিন। বিরতির পর বার্সার আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়ে। জোড়া গোলের সুযোগ তৈরি করেন ইয়ামাল। কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া হয়। ৫৫ মিনিটে অ্যাটলেটিকো সমর্থকদের হতাশ করে আরও একটি সহজতম সুযোগ নষ্ট করেন আলভারেজ। যা গ্যালারিতে সমর্থকদের ক্ষোভ বাড়িয়ে দেয়। ১১ মিনিট পর লোপেজ কোনও ভুল করেননি। ইয়ামালের চমৎকার থ্রু বল ধরে প্রথম টাচেই বল জালে জড়িয়ে বার্সাকে লিড এনে দেন স্প্যানিশ অ্যাটাকার। শেষ পর্যন্ত রক্ষণ অটুট রেখে ২-১ স্কোরলাইনেই ম্যাচ জেতে বার্সা।

বাদ পড়লেন লাবুশেন



সিডনি, ৯ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে ছন্দে না থাকায়, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়লেন মার্নাস লাবুশেন। গত কয়েক মাস ধরে টেস্ট ক্রিকেটে অত্যন্ত হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ৩২ বছর বয়সি এই অজি ব্যাটার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে ৬ ইনিংসে ব্যাট করে তিনি মাত্র ১৩১ রান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালের পর থেকে টেস্ট ক্রিকেটে আর সেঞ্চুরির দেখা পাননি লাবুশেন। তাঁকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলি বলেন, লাবুশেন খুব দক্ষ ক্রিকেটার। ও দ্রুত ফিরে আসবে।

কোহলির মধ্যে নিজেকে পেয়েছিলেন উইলিয়ামসন

ওয়েলিংটন, ৯ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর আগের দিন ভারতের তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল, তা নিয়ে মুখ খুললেন কেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ডের এই প্রাক্তন অধিনায়ক জানান, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তিম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন যাঁদের তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করেন এবং শ্রদ্ধা করেন। সেই তালিকায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম হল বিরাট কোহলি।



তাঁর সঙ্গে সেই গোপন ও তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথনের কথা স্মরণ করে উইলিয়ামসন বলেন, অবসর ঘোষণার ঠিক আগের দিন বিরাটের সঙ্গে আমার খুব চমৎকার একটি আলোচনা হয়েছিল। সত্যি বলতে, সেই মুহূর্তে আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখছি। আমাদের দু'জনের অভিজ্ঞতাই প্রায় একইরকম। অধিনায়কত্বের দায়িত্ব, একই সময়ে জীবনে সন্তানের আগমন, সব মিলিয়ে সম্পর্কটা বেশ গভীর।

মাঠে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মাঠের বাইরে যে তাঁদের মধ্যে এক গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানসিক সংযোগ রয়েছে, কেনের এই বক্তব্যে তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিরাপত্তাকর্মীকে পিটিয়ে বিতর্কে বেলিংহ্যামরা

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে বিরতির সময় টানেলের ভেতরে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনায় জড়ানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে জুড বেলিংহ্যাম ও আন্তোনিও রুডিগারের বিরুদ্ধে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষে রেফারি যখন খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমের টানেলের দিকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সেখানে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ রয়েছে যে, জুড বেলিংহ্যাম এক নিরাপত্তাকর্মীকে আঘাত করেন এবং আন্তোনিও রুডিগার অপর এক নিরাপত্তাকর্মীকে চড় মারেন।

দল অবনমন-শঙ্কায়, তবু আশায় ক্যারিক

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ নভেম্বর : প্যাট্রিক ডোরগুর শেষ মুহূর্তের গোলে কোনও মতে ড্র অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে। ১০ ম্যাচে মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে ইপিএল তালিকায় অবনমনের আওতায় (১৮) অবস্থান করছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শেষ ৪০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন দলের মধ্যে অবস্থান করছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। তবুও ম্যানেজার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী মাইকেল ক্যারিক। ক্লাবের এই দুর্দিনেও পদত্যাগের যাবতীয় সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।



রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আট গোলের থ্রিলারে দু'বার দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ৪-৪ ড্র করে ম্যান ইউ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সংযুক্ত সময়ে জশুয়া জার্কজি এবং ডোরগুর গোল আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ক্যারিককে বরখাস্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। আর স্বয়ং ক্যারিক কী মনে করছেন? ভিলার বিরুদ্ধে কোনওক্রমে হার বাঁচিয়ে উঠে ম্যান ইউ ম্যানেজার বলেছেন, আমরা খুব বেশি ম্যাচ জিততে পারিনি।

বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে সাত হাজার রান করলেন ৩৯ বছরের মুশফিকুর রহিম



মাথায় বৃষ্টি, আজ জিতলেই সিরিজ

হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের সব মাঠই মাপে বেশ ছোট। হ্যামিল্টনের সেডন পার্কের সোজা ও স্কোয়ার বাউন্ডারি মেরেকেটে ৬৫ মিটার। গ্লেন ফিলিপসের মতো বিগ হিটারদের জন্য বেশ সুবিধাজনক।

ফলে এই মাঠে যে বড় রান তোলা সহজ সেটা বোঝা যাচ্ছে। একবার সেট হয়ে গেলে ব্যাটারদের কপালে বড় রান আছে। কিন্তু ম্যাচের প্রথমদিকে বল বেশ মুভ করে। এখানকার উইকেটে হালকা ঘাস আছে। পরে এই সুবিধাটা চলে যায়। তখন আবার আরেক সমস্যা। এখানে পরেরদিকে খুব শিশির পড়ে। তখন বোলারদের বল গ্রিপ করতে অসুবিধা হয়।

মুশকিল হচ্ছে যে শুভমনরা হ্যামিল্টনে এসে থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস পাচ্ছেন। সোমবারের মতোই মঙ্গলবারও বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। এবার নিউজিল্যান্ডে শীতের শেষদিকে একটু বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। আগের দুটো ম্যাচে বৃষ্টির বাধা ছিল। দ্বিতীয় ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে। ভারত জিতলেও শুভমন বলেছেন আমরা হেরেও যেতে পারতাম। সত্যিই চাপ ছিল। কেএল রাহুল ঠান্ডা মাথায় একটা দিক ধরে রেখেছিলেন।

ভারত আপাতত ২-০ এগিয়ে আছে। মঙ্গলবার জিতলে সিরিজ দখলে চলে আসবে। টি-২০ সিরিজ জয়ের পর একদিনের সিরিজও এবার জেতার ভাল সুযোগ রয়েছে। বাকি তিন ম্যাচের একটিতেও জিতলে শুভমনরা টেস্টের আগে মনোবল বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আপাতত সেটাই লক্ষ্য গম্ভীরদের। তাঁরা আর একটা সিরিজ পকেটে নিয়ে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে নামতে চান।

কিন্তু ভারতীয় দলে এখন কিছুটা ভাঙা হাট। টেস্টের প্রস্তুতিতে কয়েকজন এবার ওয়েলিংটনের শিবিরে যোগ দেবেন। সেখানে বুধবার থেকে টেস্টের প্রস্তুতি শুরু হবে। অধিনায়ক শুভমন মঙ্গলবারের ম্যাচ খেলে সেখানে চলে যাবেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন। কোচ গম্ভীর বাকি দুই ম্যাচে দলের সঙ্গে থাকলেও টেস্টের প্রস্তুতি শিবির এবার দেখাশোনা করবেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক ও বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল।

হ্যামিল্টনে উইকেট থেকে শুরুতে যে সিমাররা সুবিধা পাবেন সেটা ভারতীয় দলকে স্বস্তি দিচ্ছে। ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চির গুরনুর ব্রার আগের ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। তাঁর পাশে আকিব নবি দুই উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ড ব্যাটারদের উপর চাপ তৈরি করেছিলেন। ফলে টেস্টের আগে গম্ভীর যে মহম্মদ সিরাজকে ম্যাচ টাইম দেবেন সেই সুযোগ পাননি।

আগের ম্যাচে ভারত জিতলেও ভারতীয় ব্যাটিং ব্যর্থ হয়েছে। শুভমন, রোহিত, বিরাট কেউ রান করতে পারেননি। ফলে ডিএলএসে ১১৩ রান তুলতে ৭ উইকেট চলে গিয়েছিল।



বৃষ্টি খুব ভোগাল শুভমনদের। তার মধ্যেই চলল ভারতীয় দলের প্র্যাকটিস। সোমবার হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে।

শুভমন এই সিরিজে বড় রান পাননি। রোহিতও তাই। আগের ম্যাচে তাঁকে সেট মনে হচ্ছিল। তখনই উইকেট চলে যায়। বিরাট অবশ্য প্রথম ম্যাচে রান করেছেন। তবে প্রশ্ন রয়েছে শ্রেয়সের ব্যাটিং নিয়ে। সেই টি ২০ সিরিজ থেকে রানে নেই তিনি। এবার কিন্তু রান করতে হবে শ্রেয়সকে।

নিউজিল্যান্ডের জন্য মঙ্গলবার মরণ-বাঁচন ম্যাচ। জিতলে ভেসে থাকবে। হারলে মাউন্ট মাউন্টগানুইয়ের শেষ দুটি ম্যাচের কোনও গুরুত্ব থাকবে না। ভারতের মতো তারাও সিরিজের শেষ দিকে এসে দলে কিছু পরিবর্তন করেছে। কয়েকজনকে টেস্টের প্রস্তুতিতে পাঠানো হয়েছে। কেউ আবার ঘরোয়া ম্যাচ খেলে দুই টেস্টের সিরিজে নামবেন।

এই আবহে কিউইদের জন্য বড় ধাক্কা এসেছে ব্লেয়ার টিকনারের জন্য। তিনি আগের ম্যাচে ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন। তাঁকে আইসিসির কনকাশন নিয়মে সাত দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। নেই লকি ফার্গুসনও। এছাড়া চোটের জন্য আগেই দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ম্যাট হেনরি। এই অবস্থায় টিকনারের পরিবর্তে ডেকে নেওয়া হয়েছে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফাস্ট বোলার ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ককে। সোমবার প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে এসে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ কোটাক রাহুলের ব্যাটিংয়ের খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, রাহুল দলের প্রয়োজন অনুযায়ী সব জায়গায় ব্যাট করে। আমি এমন কোনও ম্যাচ দেখিনি যাতে ওর কিছু না কিছু ভূমিকা নেই। ওকে কখনও চাপে আছে মনে হয় না। আগের ম্যাচে রাহুল যেভাবে ৩৮ বলে ২৬ রান করে দলকে জিতিয়েছেন, ব্যাটিং কোচ তার প্রশংসা করেন। ভারতীয় দলের আশা তিনি এভাবেই মঙ্গলবারের ম্যাচে নির্ভরতা দেবেন।

আজ খেলে শুভমনরা প্রস্তুতি নেবেন টেস্টের



হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বর : একটা সিরিজের মধ্যে আরেক সিরিজের প্রস্তুতি। নিউজিল্যান্ডেই ভারতীয় দল এবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার একদিনের সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে। আর বুধবার থেকে ওয়েলিংটনে শুরু হবে টেস্টের প্রস্তুতি শিবির। শুভমন-সহ কয়েকজন ক্রিকেটার হ্যামিল্টনের ম্যাচ শেষ করে ওয়েলিংটন যাবেন। একদিনের দলের নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ার। ওয়েলিংটনে টেস্ট দলের সঙ্গে থাকবেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক ও বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। ক্রাইস্টচার্চে ভারত এ দলের ক্রিকেটাররা রয়েছেন। কয়েকজন সেখান থেকে ওয়েলিংটনে টেস্ট দলে যোগ দেবেন।

গৌতম গম্ভীর একদিনের দলের সঙ্গে থাকলেও তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি তিন নেট বোলারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই তিনজন হলেন গুরনুর ব্রার, অরশোদীপ সিং ও আকিব নবি। কোটাক সোমবার জানান, বিশ্বকাপ সামনে বলে স্পিন কোচ সাইরাজ বাহুতুলেকে নিয়ে গম্ভীর একদিনের দলের সঙ্গে থেকে যাবেন। এসব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া শুধু বাকি।

এ দল থেকে টেস্ট দলে বুমরা, জাদেজা, পারিকাল, আকাশ দীপ, সাই সুদর্শন, জুরেলের যোগ দেওয়ার কথা। কোটাক বলেছেন এই ক্রিকেটাররা এ ম্যাচে ছিলেন বলে টেস্টে মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না। টিম ম্যানেজমেন্ট হিসাব করে দেখেছে টেস্টের আগে ক্রিকেটাররা প্রস্তুতির জন্য ৫-৬টি সেশন পাচ্ছেন। সেটা ভালই বলে মনে করা হচ্ছে।

মুস্তাকে নেতা হলেন সূর্য

মুম্বই, ৯ নভেম্বর : রঞ্জি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁকে একটা লাইফলাইন দিল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সূর্যকে অধিনায়ক করে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টের দল গড়া হয়েছে। আগের বিশ্বকাপে সূর্য ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু এরপরই দল থেকে জায়গা হারিয়েছেন।

খেলা হল না

লিংকন, ৯ নভেম্বর : বৃষ্টির জন্য হলই না তৃতীয় দিনের খেলা। ফলে শেষ টেস্টে খানিকটা হলেও সুবিধা পেয়ে গেল নিউজিল্যান্ড 'এ' দল। চতুর্থ দিন তথা আজও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে ভারতীয় 'এ' দলের সামনে একপ্রকার বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বরুনদেব। যশস্বী জয়সওয়ালের ১০২। এছাড়া সাই সুদর্শন এবং ধ্রুব জুরেলের ব্যাটে ভর করে ৫ উইকেটে ৪৬৪ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাপে পরে যায় কিউয়িরা।

বিরাটের জন্য চাপে পড়ছে গিল, শ্রেয়সরা

মুম্বই, ৯ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলির শততম সেঞ্চুরির অপেক্ষা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এখন সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। আর এই ঐতিহাসিক মাইলফলকের পথে কোহলির পারফরম্যান্স এবং দলের সতীর্থদের ওপর এর প্রভাব নিয়ে সম্প্রতি একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি মনে করেন, বিরাট যখন তাঁর সেঞ্চুরির অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছান, তখন অন্য প্রান্তে থাকা ব্যাটারদের জন্য পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে ওঠে। একটি সাক্ষাতকারে গাভাসকর জানান, বিরাটের রান যখন ৯০-এর ঘরে পৌঁছে যায় এবং জয়ের জন্য মাত্র কয়েক রান বাকি থাকে, তখন অন্য প্রান্তে থাকা ব্যাটারের মনে এক অদ্ভুত চাপ কাজ করে। সে বুঝতে পারে না দ্রুত ম্যাচ শেষ করতে রান নেবে, নাকি বিরাটকে সেঞ্চুরি করার সুযোগ দেবে? যদি অন্য ব্যাটাররা ম্যাচ জিতিয়ে দেয়, তবে কোহলির অন্ধ ভক্তদের একাংশের ক্ষোভ ও নেতিবাচক সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে। তাই বিরাট আউট হয়ে যাওয়ায় গিল ও শ্রেয়সের ওপর থেকে সেই অদৃশ্য চাপ সাময়িকভাবে সরে যায়।





নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে কোহলি ৭৪ রান করে আউট হওয়ার পর সুনীল গাভাসকর সংবাদমাধ্যমে নিজের বিশ্লেষণে বলেন, বিরাট সেঞ্চুরি মিস করায় শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ারের মতো ব্যাটাররা এক সম্ভাব্য কঠিন সমালোচনার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। খেলায় দলীয় স্বার্থ সবসময়ই সবার উপরে স্থান পাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন গাভাসকর।

এই মুহূর্তে কোহলির ঝুলিতে রয়েছে ৮৬টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি। অন্যদিকে, রায়ান টেন দুশখাতেও বিরাটকে নিয়ে বোমা ফাটিয়েছেন। সম্প্রতি এক পডকাস্টে ভারতের এই প্রাক্তন সহকারী কোচ জানান, আধুনিক ক্রিকেটে অনেক সময় কোচেরা বিরাট কোহলির মতো বড় তারকাদের সঙ্গে তাঁদের টেকনিক্যাল ত্রুটি নিয়ে সরাসরি কথা বলতে ভয় পান, কারণ খেলোয়াড়দের ক্ষমতা ও প্রভাব এখন অনেক বেশি। আমি বিরাটের কাছে গিয়ে কড়া ভাষায় বলতে চাইনি, তুমি অফ-স্টাম্পের বাইরের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে যেভাবে আউট হচ্ছো তা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ এমনটা বললে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারত। তাই আমি একদিন বৃষ্টি চলাকালীন একটি সুযোগ দেখে খুব শান্তভাবে বিষয়টি বিরাটকে বলেছিলাম।